শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশঃ

(শ্রীশ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠকুরেণ বিরচিতঃ)

ত্রিদণ্ডিস্বামিনা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-
গোস্বামি-মহারাজেন সম্পাদিতঃ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশঃ

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণিনা মহা-মহোপাধ্যায়েন

শ্রীশ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরেণ

বিরচিতঃ

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষকাচার্য্যবর্য্য-নিত্যলীলা-
প্রবিষ্ট-ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন
শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য বর্ত্তমান-
সভাপতিনা পরিব্রাজকাচার্য্যেণ ত্রিদণ্ডিস্বামিনা
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-
মহারাজেন সম্পাদিতঃ।

৪৮০-গৌরাব্দীয় শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথৌ,
কলিকাতা-মহানগর্য্যাং '২৯বি, হাজরা রোড,
কলিকাতা—২৯'-স্থিত-

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষুণা শ্রীভক্তিবৈভব নারায়ণ-মহারাজেন প্রকাশিতঃ।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন,
২৯ বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯।

২। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন,
সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন,
রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া।

প্রকাশক—

(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) শ্রীভক্তিবৈভব নারায়ণ মহারাজ।

মুদ্রাকর—

শ্রীহারাণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কালীতারা প্রেস,
১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

ভিক্ষা—টা. ১'১৩

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি মহামহোপাধ্যায় পরমারাধ্যতম পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর মহোদয় এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রপূজিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপকবর, পরম প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীশ্রীল রূপপাদ-প্রণীত অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি ব্রজরাজ শ্রীনন্দ-নন্দনের উজ্জ্বলরসের পরম [illegible] শাস্ত্র 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থের সার-নির্য্যাস [illegible] সরল ও প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদ এই গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন যে, যিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই, অথচ শ্রীহরি-চরণে উন্মুখ হইয়াছেন, এই শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি'র কিরণ তাঁহাদের পথের আলোকস্বরূপ হউন।

এই গ্রন্থে উজ্জ্বল-রসের বিষয়-আলম্বন-নায়ক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন, আশ্রয়-আলম্বন নায়িকাগণের বর্ণন, তাঁহাদের [illegible], দূতীগণের পরিচয়, পঞ্চবিধ সখীদিগের বর্ণন, বয়স, উদ্দীপন-বিভাব, অনুভাব-সমূহ, সাত্ত্বিকভাবসমূহ, ভাবোৎপত্তি প্রভৃতি, স্থায়ীভাব—মধুরারতির বর্ণন, ইহাদের আশ্রয়-নির্ণয় এবং সর্ব্বশেষ শৃঙ্গার-রসের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের বর্ণন, সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদ শ্রীল রূপপাদের প্রণীত রস-শাস্ত্রের টীকা ও সার সংকলন পূর্ব্বক বহু সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সাধারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রবাদের মত প্রচলিত আছে যে,

'কিরণ', 'বিন্দু', 'কণা'।
এই তিন নিয়ে বৈষ্ণব-পনা॥

ইনি শ্রীল রূপ-পাদের রচিত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' নামক গ্রন্থের ও 'শ্রীলঘুভাগবতামৃতে'রও সার নির্য্যাস সংকলন পূর্ব্বক সরল সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত এই গ্রন্থত্রয়ই 'কিরণ', 'বিন্দু' ও 'কণা' নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর গৌড়ীয়বৈষ্ণব জগতের মধ্যযুগীয় সংরক্ষক আচার্য্য। কেহ কেহ তাঁহাকে শ্রীল রূপপাদের দ্বিতীয়-স্বরূপ বা অবতার-রূপে পূজা করিয়াও থাকেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদ শ্রীল রূপপাদের পদাঙ্কানুসরণে বিপুল অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য রচনা করিয়া পৃথিবীতে শ্রীমহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট স্থাপন ও রূপানুগ-বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্তসমূহের নিরসণ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে পরমোজ্জ্বল আচার্য্য-রূপে, প্রামাণিক মহাজন-রূপে প্রপূজিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীল রূপপাদের ন্যায় অপ্রাকৃত দার্শনিক, অপ্রাকৃত কবি ও রসিক ভক্ত-চূড়ামণি আচার্য্যবর্য্যরূপে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে পরমারাধ্য হইয়াছেন।

তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ পাওয়া যায় যে,—

"বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্মপ্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ॥"

অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তিপথের পথপ্রদর্শক বলিয়া তিনি বিশ্বনাথরূপে বিশ্বের আচার্য্য-রূপে প্রসিদ্ধ এবং শুদ্ধ ভক্তচক্রে অর্থাৎ ভক্তমণ্ডলীতে অবস্থিত থাকায় চক্রবর্ত্তী আখ্যাও তাঁহার হইয়াছিল।

শ্রীল কৃষ্ণদাস নামক জনৈক পদ-কর্ত্তা শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদ-রচিত শ্রীমাধুর্য্য-কাদম্বিনী গ্রন্থের পদ্যানুবাদের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

'মাধুর্য্যকাদম্বিনী'-গ্রন্থ জগৎ কৈল্য ধন্য।
চক্রবর্ত্তি-মুখে বক্তা আপনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥

কেহ কহেন—চক্রবর্ত্তী শ্রীরূপের অবতার।
কঠিন যে তত্ত্ব সরল করিতে প্রচার॥
ওহে গুণনিধি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
কি জানিব তোমার গুণ মুঞি মূঢ়মতি॥"

বহুদিন হইতে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদের প্রণীত এই গ্রন্থত্রয় দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ইহার পুনর্মুদ্রণের ঐকান্তিক ইচ্ছা বলবতী হইলে অতিশয় কষ্টে মুদ্রিত একখানি গ্রন্থ সাময়িকভাবে প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। সে কারণ কিছু ভ্রম থাকার সম্ভাবনা আছে। এইগ্রন্থে মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে এবং একটি 'অনুকিরণ' নাম্নী টীকাও সংযোজিত হইয়াছে।

মাদৃশ সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য, অনধিকারী, প্রবল অনর্থ-যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই গ্রন্থের টীকা রচনা ত' দূরের কথা, ইহা স্পর্শেরও অধিকার নাই। ইহা জানিয়াই মদীয় পরমারাধ্যতম পরমপূজ্যপাদ পরাৎপর-শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 'জৈবধর্ম্ম' নামক গ্রন্থ হইতে মহাজন-বাণী উদ্ধারকরতঃ টীকা রচিত হইয়াছে। উহাতে এ অধমের কোন প্রগলভতা প্রকাশ পায় নাই। যদি এইরূপ কার্য্যেও কোন ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণে আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আশা-করি, তাঁহাদের অহৈতুকী করুণায় এই গ্রন্থখানির পুনঃ প্রকাশের ফলে শ্রীগুরু ও বৈষ্ণববর্গের আশীর্ব্বাদ-লাভের যোগ্য হইতে পারিব।

এই গ্রন্থের টীকার স্থানে স্থানে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীও উদ্ধৃত হইয়াছে এবং মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লেখনী-প্রসূত বাণীও কয়েক স্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

পরমারাধ্যতম মদীয় বর্ত্মপ্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ যদি আজ প্রকট থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও এই গ্রন্থ-প্রকাশে আনন্দিত হইতেন; ইহাই আমার বিশ্বাস।

নিজের অশেষ অযোগ্যতায় ও নানা অসুবিধার মধ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় নানাবিধ ত্রুটি ও ভুল থাকিবার সম্ভাবনা। সে-কারণ সুধী ও ভক্ত পাঠকগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন নিজগুণে আমার দোষ ত্রুটি ক্ষমাপণ পূর্ব্বক গ্রন্থের মর্ম্ম অবধারণ করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব। আরও একটি বিশেষ নিবেদন,—বিশেষ অধিকারী না হইলে এই গ্রন্থ অনুশীলন না করাই শ্রেয়ঃ। কারণ কৃষ্ণ-লীলার বিষয় প্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে গেলে বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ ত' দূরের কথা, অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়।

পরিশেষে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই গ্রন্থের মুদ্রণ-ব্যয়, আমাদের শ্রীআসনের আশ্রিতা শ্রীযুক্তা শান্তিলতা রায় চৌধুরাণী মহোদয়া তাঁহার স্বামী পরলোকগত জনেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি, এল্, ভক্তি-প্রকাশ মহাশয়ের আত্মার নিত্যকল্যাণার্থ, বহন করিয়া, অশেষ ভক্তিমুখী-সুকৃতি অর্জ্জন করায় সকলের ধন্যবাদের পাত্রী হইলেন। ইতি।

তারিখ—
শ্রীব্যাসপূজা-বাসর
১৬ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৭৩

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণ-রেণু-সেবা-প্রার্থী
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশঃ

অথোজ্জ্বলরসস্তত্র নায়কচূড়ামণিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। প্রথমং গোকুল-মথুরা-দ্বারকাসু ক্রমেণ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ইতি ত্রিবিধঃ। ধীরোদাত্তঃ ধীরললিতঃ ধীরোদ্ধতঃ ধীরশান্তঃ ইতি প্রত্যেকং চতুর্বিধ ঃ। তত্র রঘুনাথবৎ গম্ভীরো বিনয়ী যথার্হ-সর্ব্বজন-সম্মানকারীত্যাদিগুণবান্ ধীরোদাত্তঃ। কন্দর্পবৎ প্রেয়সীবশো নিশ্চিন্তো নবতারুণ্যো বিদগ্ধো ধীরললিতঃ। ভীমসেনবৎ উদ্ধত আত্মশ্লাঘারোষকৈতবাদিগুণযুক্তো ধীরোদ্ধতঃ। যুধিষ্ঠিরবৎ ধার্ম্মিকো জিতেন্দ্রিয়ঃ শাস্ত্রদর্শী ধীরশান্তঃ। পুনশ্চ পত্যুপপতিত্বেন প্রত্যেকং দ্বিবিধঃ। এবং পুনশ্চ অনুকূলো দক্ষিণঃ শঠো ধৃষ্ট ইতি প্রত্যেকং স চতুর্বিধঃ। একস্যামেব নায়িকায়ামনুরাগী অনুকূলঃ, সর্ব্বত্র সমো দক্ষিণঃ, সাক্ষাৎ প্রিয়ং ব্যক্তি পরোক্ষে অপ্রিয়ং করোতি যঃ স শঠঃ, অন্যকান্তাসম্ভোগ-চিহ্নাদিযুক্তোঽপি নির্ভয়ঃ মিথ্যাবাদী যঃ স ধৃষ্টঃ। এবং ষড়নবতিবিধা নায়কভেদাঃ ॥১॥

অনুবাদ—অনন্তর উজ্জ্বল রস। এই রসে নায়ক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ। প্রথমে নায়ক ত্রিবিধ; গোকুল, মথুরা, দ্বারকাতে ক্রমশঃ পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ অর্থাৎ গোকুলে পূর্ণতম, মথুরাতে পূর্ণতর এবং

দ্বারকায় পূর্ণ। ধীরোদাত্ত, ধীর-ললিত, ধীরোদ্ধত, ধীরশান্ত ভেদে ইহারা প্রত্যেকে আবার চতুর্বিধ। তন্মধ্যে যিনি শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় গম্ভীর, বিনয়ী এবং যথাযোগ্য সর্ব্বজনের সম্মানকারী ইত্যাদি গুণবান তিনি ধীরোদাত্ত (নায়ক)। যিনি কন্দর্পের ন্যায় প্রেয়সী-বশ, নিশ্চিন্ত, নবতরুণ ও নৃত্যগীতাদি কলাকুশল-বিদগ্ধ, তিনি ধীরললিত। যিনি ভীমসেনের ন্যায় উদ্ধত, আত্মশ্লাঘাকারী, ক্রুদ্ধ-স্বভাব, কপটাদি-গুণযুক্ত তিনি ধীরোদ্ধত। যিনি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রদর্শী, তিনি ধীরশান্ত। পুনরায় ইহাদের প্রত্যেকে আবার পতি ও উপপতি ভেদে দ্বিবিধ। এবং পুনরায় অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট ভেদে ইহারা আবার প্রত্যেকে চতুর্বিধ। যিনি এক নায়িকাতেই অনুরাগী, তিনি অনুকূল। যিনি সর্ব্বত্র সম তিনি দক্ষিণ অর্থাৎ বহু নায়িকাতে অনুরাগী হইয়াও সকলের প্রতি সমভাবযুক্ত। যিনি সাক্ষাতে প্রিয় বলেন এবং পরোক্ষে অপ্রিয় আচরণ করেন, তিনি শঠ। আর যিনি অন্য কান্তা-সম্ভোগ-চিহ্নাদিযুক্ত হইয়াও নির্ভয় এবং মিথ্যাবাদী তিনি ধৃষ্ট। এই প্রকারে ছিয়ানব্বুই প্রকার নায়ক-ভেদ ॥১॥

অনুকিরণ—নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-প্রিয়ায় চ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতীগোস্বামিনে নমঃ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানকে প্রণামপূর্ব্বক, তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামূলে, স্বীয় অশেষ অযোগ্যতা স্মরণ করিয়াও, কেবলমাত্র মহাজনবাণী উদ্ধার করতঃ, এই গ্রন্থের 'অনুকিরণ'-নাম্নী টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। মাদৃশ প্রবল অনর্থযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই গ্রন্থ স্পর্শেরও অধিকার নাই জানিয়াও, শ্রীগুরুবর্গের কৃপাদেশেই প্রেরণাযুক্ত হইয়া এই দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থখানির একটী সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক বিবেচনায়, এই দুরূহ ও দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি। আশাকরি, পরমকারুণিক, পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব ও তদীয় প্রিয়জনগণ মাদৃশ অধমের ধৃষ্টতা ও প্রগল্‌ভতা দর্শনে অপরাধ গ্রহণ না করিয়া, ক্ষমার্হ-বিচারে করুণাবারি সিঞ্চনে কৃতার্থ করিবেন।

মদীয় পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"বিজয় কহিলেন,—প্রভো, আপনার অসীম কৃপাবলে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। এখন শ্রীউজ্জ্বলরস সম্বন্ধে কিছু নিগূঢ়তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আমি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি পাঠ করিতে করিতে কোন

কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি। গুরুদেব তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—বাবা তুমি আমার প্রিয় শিষ্য, তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি যথাসাধ্য উত্তর দিব।

বিজয়কুমার কহিতেছেন,—প্রভো, মধুর রসকে মুখ্যরসের মধ্যে অতি রহস্যোৎপাদক রস বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। কেনই না বলা হইবে? যখন শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের সমস্ত গুণ মধুর রসে নিত্য আছে এবং সেই সেই রসে আর যে কিছু চমৎকারিতার অভাব আছে, তাহাও মধুর রসে সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন যে মধুর রস সর্ব্বোপরি ইহাতে আর সন্দেহ কি? মধুররস নিবৃত্তিপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের শুষ্কতানিবন্ধন তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী। আবার জড়-প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ ধর্ম্ম দুরূহ হয়। ব্রজের মধুর রস যখন জড়ধর্ম্মের শৃঙ্গার রস অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ, তখন সহসা তাহা সাধ্য নয়। এবম্ভূত অপূর্ব্ব রস কিরূপে অত্যন্ত হেয়, স্ত্রীপুরুষগত জড় রসের সদৃশ হইয়াছে?

গোস্বামী। বাবা বিজয়, জড়ের যত বিচিত্রতা সে সমুদয়ই যে চিত্তত্ত্বের বিচিত্রতার প্রতিফলন তাহা তুমি ভালরূপে জান। জড় জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলন। ইহাতে গূঢ়তত্ত্ব এই যে, প্রতিফলিত-প্রতীতি স্বভাবতঃ বিপর্য্যয়ধর্ম্ম-প্রাপ্ত অর্থাৎ আদর্শে যাহা সর্ব্বোত্তম, প্রতিফলনে তাহা সর্ব্বাধম। আদর্শে যাহা অত্যন্ত নিম্নস্থ, প্রতিফলনে তাহা উচ্চস্থ। মুকুরে প্রতিফলিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিপর্য্যয়ভাব বিচার করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। পরম বস্তু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সেই শক্তির ছায়ায় প্রতিফলিত হইয়া জড়সত্তারূপে বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং পরম বস্তুর ধর্ম্মগুলি জড়ে বিপর্য্যস্তভাবে লক্ষিত হয়। পরম বস্তুগত রস সেইরূপে জড়ের হেয় রসে বিপর্য্যস্তধর্ম্মপ্রাপ্ত। পরম বস্তুতে

যে অপূর্ব্ব অদ্ভুত বিচিত্রতাগত সুখ আছে তাহাই পরম বস্তুর রস। সেই রস জড়ে প্রতিফলিত হওয়ায় জড়বদ্ধজীব চিন্তাক্রমে একটী ঔপাধিক তত্ত্ব কল্পনা করে। নিবৃত্ত নির্ব্বিশেষ ধর্ম্মকেই পরম বস্তুর সহিত ঐক্য করিয়া সমস্ত বিচিত্রতাকে জড়ধর্ম্ম মনে করিয়া নিরুপাধিক সত্তা ও সত্তাধর্ম্মকে জানিতে পারে না। যাঁহারা যুক্তিকে আশ্রয় করে তাঁহাদের এইরূপ গতি সহজে হয়। বস্তুতঃ পরম বস্তু রসরূপ তত্ত্ব। সুতরাং তাহাতে অদ্ভুত বিচিত্রতা আছে। জড়রসেও সেই সকল বিচিত্র প্রকার প্রতিফলিত হওয়ায়, জড়রসের বিচিত্রতাকে অবলম্বন করিয়া অতীন্দ্রিয় রসের অনুভব হয়। চিদ্বস্তুতে যে রসবিচিত্রতা আছে তাহা এইরূপে সমাহিত। চিজ্জগতে অত্যন্ত নিম্নভাগে শান্ত ধর্ম্মগত শান্ত রস। তাহার উপরে দাস্যরস, তাহার উপরে সখ্য রস, তাহার উপরে বাৎসল্য রস, সর্ব্বোপরি মধুর রস। জড়ে মধুর রস বিপর্য্যস্ত হইয়া সকলের নীচে অবস্থিত। তাহার উপর বাৎসল্য রস, তাহার উপর সখ্যরস, তাহার উপর দাস্য রস এবং সর্ব্বোপরি শান্ত রস। জড়ধর্ম্মের স্বভাব আশ্রয় করিয়া যাহারা ভাবনা করে তাহারা এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া মধুর রসকে হীন মনে করে। মধুর রসের যে স্থিতি ও ক্রিয়া তাহা জড়ে নিতান্ত তুচ্ছ ও লজ্জাকর। চিজ্জগতে ঐ সকল শুদ্ধ, নির্ম্মল ও অদ্ভুতরূপে মাধুর্য্যপরিপূর্ণ। চিজ্জগতে কৃষ্ণ ও তদীয় বিবিধ শক্তির পুরুষ প্রকৃতিভাবে সম্মিলন অত্যন্ত পবিত্র ও তত্ত্বমূলক। জড় জগতের যে জড়প্রত্যায়িত ব্যবহার তাহাই লজ্জাকর। বিশেষতঃ কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং চিৎসত্ত্বগণ ঐ রসে প্রকৃতি হওয়ায় কোন ধর্ম্ম-বিরোধ নাই। জড়ে কোন জীব ভোক্তা ও কোন জীব ভোগ্য এই ব্যাপারটী মূলতত্ত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া লজ্জা ও ঘৃণার আস্পদ হইয়াছে। তত্ত্বতঃ জীব জীবের ভোক্তা নয়। সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।

সুতরাং জীবের নিত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যাপার যে অবশ্যই লজ্জা ও ঘৃণাস্পদ হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? দেখ, আদর্শ-প্রতিফলন বিচারে, জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ ব্যবহারে এবং নির্ম্মল কৃষ্ণলীলায় সৌসাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। তথাপি একটী অত্যন্ত হেয় অপরটী নিতান্ত উপাদেয়।"

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে 'পূর্ণতম'রূপে, মথুরায় 'পূর্ণতর'রূপে ও দ্বারকায় 'পূর্ণ'রূপে প্রকাশিত। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"ব্রজে কৃষ্ণ—সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রকাশে 'পূর্ণতম'।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে 'পূর্ণতর,' 'পূর্ণ'॥
এই কৃষ্ণ—ব্রজে 'পূর্ণতম' ভগবান্।
আর সব স্বরূপ—'পূর্ণতর' 'পূর্ণ' নাম।"

(মধ্য ২০।৩৯৬, ৪০০)

শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যেও পাই,—

"কৃষ্ণ ব্রজে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন—'পূর্ণতম'। দ্বারকা ও মথুরা-পুরীদ্বয়ে কৃষ্ণ তদপেক্ষা ন্যূনভাবে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তথায় তিনি--'পূর্ণতর' এবং পরব্যোম বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ পুরীদ্বয় অপেক্ষাও ন্যূন (স্বল্পরূপে) সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তথায় তিনি—'পূর্ণ'॥

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতেও পাওয়া যায়,—

"হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু॥

(দঃ বিঃ বিঃ ১১০-১১১)

ধীরোদাত্ত প্রভৃতি ভেদে চতুর্ব্বিধ নায়কের বিষয় এবং তাহা আবার অনুকূল প্রভৃতি ভেদে যে চারি প্রকার ; তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"গোস্বামী। শ্রীকৃষ্ণে অখিলগুণ পূর্ণতমরূপে বিরাজমান হইলেও তাঁহার দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর ও গোকুলে পূর্ণতম, এই তারতম্য গুণ-প্রকাশের তারতম্য প্রযুক্ত সাধিত। সেই শ্রীকৃষ্ণ লীলাভেদে 'ধীরোদাত্ত' 'ধীরললিত' 'ধীরশান্ত' এবং 'ধীরোদ্ধত'—এই চতুর্ব্বিধ নায়করূপ।

ব্রজনাথ। ধীরোদাত্ত কিরূপ ?

গোস্বামী। গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, আত্মশ্লাঘাশূন্য ও অপ্রকাশিত-গর্ব্ব, এই সকল লক্ষণ ধীরোদাত্ত-নায়ক কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিবে।

ব্রজনাথ। ধীরললিত কিরূপ ?

গোস্বামী। রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা ও নিশ্চিন্ততা এই সকল গুণের দ্বারা প্রেয়সীদিগের বশীভূত হন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত-নায়ক।

ব্রজনাথ। ধীরশান্ত কিরূপ ?

গোস্বামী। শান্ত-প্রকৃতি, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক ও বিনয়াদি গুণযুক্ত বলিয়া কৃষ্ণ ধীরশান্ত-নায়ক হইয়াছেন।

ব্রজনাথ। ধীরোদ্ধত কিরূপ ?

গোস্বামী। কোন কোন লীলাভেদে মাৎসর্য্যযুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধপরবশ, চঞ্চল ও আত্মশ্লাঘী হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ ধীরোদ্ধত-নায়ক হইয়াছেন।"

আরও পাওয়া যায়,—

"বিজয়। প্রভো, ক্রমে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণির ক্রম ধরিয়া সকল কথা বুঝিব। নায়ক সম্বন্ধে সকল কথা বুঝিয়া লই। নায়ক অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট-ভেদে চারি প্রকার তন্মধ্যে অনুকূল কি প্রকার?

গোস্বামী। যিনি অন্যললনাস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক এক নায়িকায় অতিশয় আসক্ত, তিনি অনুকূল নায়ক। সীতার প্রতি রামের সেই প্রকার ভাব ছিল, রাধিকায় কৃষ্ণের সেইরূপ অনুকূল ভাব।

বিজয়। ধীরোদাত্তাদি চারি প্রকার নায়কে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অনুকূলাদি ভাবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া ধীরোদাত্তানুকূল নায়কের লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। ধীরোদাত্তানুকূল নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, দৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘাশূন্য, গূঢ়গর্ব্বী ও উদারচিত্ত হইয়াও তত্তৎ গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় নায়িকার অভিসরণ করেন।

বিজয়। ধীরললিতানুকূল নায়ক কি প্রকার?

গোস্বামী। রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা, নিশ্চিন্ততাদি, ধীরললিতের গুণ। তাহাতে অবিচ্ছেদ বিহার-লক্ষণ সংযুক্তি হইলে ধীরললিতানুকূল নায়ক হয়।

বিজয়। ধীরশান্তানুকূল নায়ক কি প্রকার?

গোস্বামী। শান্তপ্রকৃতি, সহিষ্ণু, বিবেচক ও বিবেকাদি গুণযুক্ত নায়ক ধীরশান্তানুকূল।

বিজয়। ধীরোদ্ধতানুকূল নায়ক কিরূপ?

গোস্বামী। মৎসর, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধান্বিত এবং আত্মশ্লাঘী নায়ক অনুকূল হইলে ধীরোদ্ধতানুকূল নায়ক হন।

বিজয়। নায়ক কি প্রকারে দক্ষিণ হন?

গোস্বামী। 'দক্ষিণ' শব্দের অর্থ সরল। পূর্ব্বনায়িকার প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেমদাক্ষিণ্য অপরিত্যাগে অন্য নায়িকার প্রতি যিনি চিত্ত সংলগ্ন করেন তিনি দক্ষিণ নায়ক। অনেক নায়িকাতে তুল্যভাব রাখিলেও দক্ষিণ নায়ক বলা যায়।

বিজয়। শঠ কিরূপ?

গোস্বামী। যে নায়ক সম্মুখে প্রিয়াচরণ এবং অন্যত্র বিপ্রিয়াচরণ করিয়া নিগূঢ় অপরাধ করেন, তিনি শঠ।

বিজয়। ধৃষ্ট লক্ষণ কি?

গোস্বামী। অন্য নায়িকার ভোগ-চিহ্ন অভিব্যক্ত থাকিলেও যিনি নির্ভয়রূপে মিথ্যাবচনে দক্ষ, তিনি ধৃষ্ট।

বিজয়। প্রভো, সাকল্যে নায়ক কত প্রকার হয়?

গোস্বামী। আমাদের কৃষ্ণ বৈ আর কেহ নায়ক নাই। সেই কৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং ব্রজে পূর্ণতম। সেই কৃষ্ণ পতিত্ব ও উপপতিত্ব-ভেদে দুই প্রকার বলিয়া ছয় প্রকার হয়। ধীরোদাত্তাদি চারিপ্রকার-ভেদে চব্বিশ প্রকার। অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট-ভেদে চব্বিশকে চতুর্গুণ করিয়া ছিয়ানব্বই প্রকার নায়ক হন। এখন বুঝিতে হইবে যে, স্বকীয় রসে চব্বিশ প্রকার এবং পরকীয় রসে চব্বিশ প্রকার নায়ক। স্বকীয় রসের সঙ্কোচভাব ও পরকীয় রসের প্রাধান্যপ্রযুক্ত ব্রজরসলীলায় পরকীয় রসের চব্বিশ প্রকার নায়কত্ব শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বর্ত্তমান। লীলার যে প্রকারে ও যে অংশে যে প্রকার নায়কত্বের প্রয়োজন, সেই প্রকারের নায়ক অনুভূত হন।"

এ বিষয়ে আরোও জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের নায়ক-ভেদ-প্রকরণ দ্রষ্টব্য ॥ ১॥

অথাশ্রয়ালম্বননায়িকাঃ প্রথমং স্বীয়াঃ পরকীয়া ইতি দ্বিবিধাঃ।

কাত্যায়নিব্রতপরাণাং কন্যানাং মধ্যে যা গান্ধর্ব্বেণ বিবাহিতাঃ তাঃ স্বীয়াঃ। তদন্যা ধন্যাদয়ঃ কন্যাঃ পরকীয়া এব। শ্রীরাধাদ্যাস্তু প্রৌঢ়াঃ পরকীয়া এব। কিয়ন্ত্যঃ স্বীয়া অপি পিত্রাদিশঙ্কয়া পরকীয়া এব। দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্বীয়া এব। ততশ্চ মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা ইতি ত্রিবিধাঃ। মধ্যা মানসময়ে ধীরামধ্যা, অধীরামধ্যা, ধীরাধীরামধ্যা ইতি ত্রিবিধাঃ। বক্রোক্তিপবিত্র-ভর্ৎসনকারিণী যা সা ধীরামধ্যা। মিশ্রিতবাক্যা যা সা ধীরাধীরামধ্যা শ্রীরাধা। তত্র প্রগল্‌ভা অপি ধীর-প্রগল্‌ভা, অধীর-প্রগল্‌ভা, ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা চেতি ত্রিবিধা। তত্র নিজরোষগোপনপরা সুরতে উদাসীনা যা সা ধীর-প্রগল্‌ভা, পালিকা চন্দ্রাবলী ভদ্রা চ। নিষ্ঠুর-তর্জ্জনেন কর্ণোৎপলাদিনা যা কৃষ্ণং তাড়য়তি সা অধীর-প্রগল্‌ভা শ্যামলা। রোষসংগোপনং কৃত্বা কিঞ্চিৎ তর্জ্জনং করোতি যা সা ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা মঙ্গলা। মুগ্ধাতিরোষেণ মৌনমাত্রপরা একবিধৈব। এবং ত্রিবিধা মধ্যা প্রগল্‌ভা ত্রিবিধা মুগ্ধা এক বিধা ইতি সপ্তধা। স্বীয়া-পরকীয়া-ভেদেন চতুর্দ্দশবিধা। কন্যা চ মুগ্ধৈবৈকবিধা ইতি পঞ্চদশবিধা নায়িকা ভবন্তি ইতি। অথাষ্টনায়িকাঃ— অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা। অভিসারয়তি কৃষ্ণং স্বয়ং বাভিসরতি যা সাভিসারিকা। কুঞ্জমন্দিরে সুরত-শয্যাসনং মাল্যতাম্বুলাদিকং মদনোৎসুকা করোতি যা সা বাসক-সজ্জা, কৃষ্ণ বিলম্বে সতি তেন বিরহেণোৎণ্ঠ্যতে যা সা বিরহোৎ-

কণ্ঠিতা। যদি যাত্যেব কৃষ্ণস্তদা বিপ্রলব্ধা। প্রাতরাগতম্ অন্যকান্তাসম্ভোগচিহ্নযুক্তং কৃষ্ণং রোষেণ পশ্যতি যা সা খণ্ডিতা। মানান্তে পশ্চাত্তাপং করোতি যা সা কলহান্তরিতা। কৃষ্ণস্য মথুরাগমনে সতি যা দুঃখার্ত্তা সা প্রোষিতভর্ত্তৃকা। সুরতান্তে বেশাদ্যর্থং যা কৃষ্ণমাজ্ঞাপয়তি সা স্বাধীনভর্ত্তৃকা। এবং পঞ্চ-দশানামষ্টগুণিতত্বেন বিংশত্যুত্তরশতানি। পুনশ্চোত্তমমধ্যম-কনিষ্ঠত্বেন ষট্ত্যুত্তরাণি ত্রীণি শতানি। নায়িকাভেদানাং তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং মধ্যে কাশ্চিন্নিত্যসিদ্ধাঃ শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদয়ঃ। কাশ্চিৎ সাধনসিদ্ধাঃ তত্র কাশ্চিৎ মুনিপূর্ব্বাঃ, কাশ্চিৎ শ্রুতিপূর্ব্বাঃ, কাশ্চিৎ দেব্য ইতি জ্ঞেয়াঃ ॥২॥

অনুবাদ—অনন্তর আশ্রয়াবলম্বন নায়িকা প্রথমতঃ স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ। কাত্যায়নী-ব্রত-পরায়ণা গোপ-কন্যাদিগের মধ্যে যাঁহারা গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহিতা, তাঁহারা স্বকীয়া। তদ্ব্যতীত ধন্যাদি গোপ-কন্যা সমূহ পরকীয়াই। শ্রীরাধাদি কিন্তু প্রৌঢ়া পরকীয়াই। কতিপয় সখিরাও পিত্রাদি গুরুজনের ভয়ে পরকীয়াই হন। দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি মহিষীবর্গ স্বকীয়াই। তারপর আবার প্রত্যেকে মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ভেদে ত্রিবিধা। মধ্যা আবার মানসময়ে ধীরামধ্যা, অধীরামধ্যা, ও ধীরাধীরামধ্যা এই ত্রিবিধা। যিনি বক্রোক্তি ও পবিত্র-ভর্ৎসনকারিণী তিনি ধীরামধ্যা। আর যিনি মিশ্রিতবাক্য বলেন তিনি ধীরাধীরামধ্যা—শ্রীরাধা। তারপর প্রগল্‌ভা আবার ধীর-প্রগল্‌ভা, অধীর-প্রগল্‌ভা, ও ধীরাধীরা-প্রগল্‌ভা ভেদে তিন প্রকার। যিনি নিজ-রোষ গোপন করেন ও সুরত-ব্যাপারে উদাসীন হন তিনি ধীর-প্রগল্‌ভা। (ব্রজে) পালিকা, চন্দ্রাবলী এবং ভদ্রা

প্রভৃতি। যিনি নিষ্ঠুর তর্জ্জন দ্বারা ও কর্ণোৎপলাদি দ্বারা কৃষ্ণকে তাড়না করেন তিনি অধীর-প্রগল্‌ভা যথা শ্যামলা। যিনি রোষ সংগোপন করিয়া কিঞ্চিৎ তর্জ্জন করেন তিনি ধীরাধীরা-প্রগল্‌ভা যথা মঙ্গলা। অত্যন্ত রোষেও যিনি কেবল মৌনমাত্র থাকেন তিনি মুগ্ধা এক প্রকারেই। এইরূপে মধ্যা তিন প্রকার প্রগল্‌ভা তিনপ্রকার এবং মুগ্ধা এক প্রকার—এই সাত প্রকার। ইহারা আবার স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে চতুর্দ্দশ প্রকার। এবং কন্যাগণ এক প্রকার মুগ্ধাই। এইরূপে নায়িকা পঞ্চদশ প্রকার। অনন্তর এই নায়িকা আবার অষ্ট প্রকার যথা—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা। যিনি কৃষ্ণকে অভিসার করান এবং স্বয়ং অভিসার করেন তিনি অভিসারিকা। যিনি কুঞ্জমন্দিরে সুরত শয্যাসন সজ্জিত করেন এবং মাল্য-তাম্বুলাদি সহ মদনোৎসুকা হইয়া নায়কের প্রতীক্ষা করেন, তিনি বাসকসজ্জা। যিনি শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব হইলে, বিরহে উৎকণ্ঠিত হন তিনি বিরহোৎকণ্ঠিতা। যখন কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বঞ্চিতা হন তখন বিপ্রলব্ধা। প্রাতঃ-কালে আগত এবং অন্যা কান্তা-সম্ভোগ-চিহ্নযুক্ত কৃষ্ণকে রোষের সহিত দর্শন করেন তিনি খণ্ডিতা। যিনি মানান্তে পশ্চাতে পরিতাপ করেন তিনি কলহান্তরিতা। কৃষ্ণের মথুরা-গমনে যিনি দুঃখার্ত্তা হন তিনি প্রোষিতভর্ত্তৃকা। সুরত ক্রীড়ার পর যিনি বেশাদির নিমিত্ত কৃষ্ণকে আজ্ঞা করেন তিনি স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা। এই প্রকারে পঞ্চদশ অষ্ট-গুণিত একশত বিশ প্রকার নায়িকা হয়। পুনরায় উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ইহারা তিনশত ষাট প্রকার। ঐ সকল ব্রজসুন্দরী নায়িকা সমূহের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যসিদ্ধা—যথা শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি। কেহ কেহ সাধনসিদ্ধা। তন্মধ্যে আবার কেহ কেহ

মুনিপূর্ব্বা, কেহ কেহ শ্রুতিপূর্ব্বা, কেহ কেহ দেবী বলিয়া জানিতে হইবে। ॥২॥

অনুকিরণ—নায়িকা আবার স্বকীয়া ও পরকীয়া-ভেদে দ্বিবিধ। এই বিষয়ে শ্রীল ঠাকুরের 'জৈবধর্ম্মে' পাই,—

"গোস্বামী। পরতত্ত্বে নির্ব্বিশেষ ভাব যোজনা করিলে কোন রসই থাকে না। "রসো বৈঃ সঃ" (ছাঃ ৮।১৩।১) ইত্যাদি বেদবাক্য বৃথা হইয়া পড়ে। তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়া নির্ব্বিশেষ ভাব অনুপাদেয়, সবিশেষভাব যত প্রকার হয়, ততই রসের বিকাশ। রসকে মুখ্যতত্ত্ব মনে করিবে। নির্ব্বিশেষ-ভাব অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ঐশ্বর সবিশেষ ভাবের উৎকর্ষ হয়। শান্তরসের ঈশ্বরভাবাপেক্ষা দাস্যরসের প্রভুভাব উৎকৃষ্ট। সখ্যভাবে তদপেক্ষা রসের উৎকর্ষ। বাৎসল্যে ততোধিক উৎকর্ষ। মধুর রসে বাৎসল্য অপেক্ষা উৎকর্ষ, যেমত ঐ সকল রসে পর পর উৎকর্ষ দেখা যায়, সেইরূপ স্বকীয় অপেক্ষা পরকীয় মধুর রস অধিক উৎকৃষ্ট; আত্ম ও পর—এই দুইটী তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম—আত্মারামতা; তাহাতে রসের পৃথক সহায় নাই। কৃষ্ণের আত্মারামতা ধর্ম্ম নিত্য হইলেও পরারামতাধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধধর্ম্ম সামঞ্জস্যময় পরম পুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কৃষ্ণ-লীলার এক কেন্দ্রে আত্মারামতা। তদ্বিপরীত কেন্দ্রে পরারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পরকীয়তা। নায়ক নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হন, তখন যে অদ্ভুত রস হয় তাহাই পরকীয় রস। আত্মারামতা হইতে পরকীয় মধুর রস পর্য্যন্ত বিস্তৃতি। আত্মারামতার দিকে টানিলে রসের শুষ্কতা ক্রমশঃ হইয়া পড়ে। পরকীয়ের দিকে যত টানিতে পারা যায়, রসের ততই প্রফুল্লতা হয়। কৃষ্ণই যেস্থলে নায়ক, সেস্থলে পরকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না। সামান্য

কোন জীব যেখানে নায়ক পদবী প্রাপ্ত হন, সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে। সুতরাং পরকীয়ভাব সেখানে নিতান্ত হেয়। এই জন্যই পরকীয় পুরুষ ও পরোঢ়া রমণীর সংযোগকে নিতান্ত হেয় বলিয়া কবিগণ স্থির করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, সামান্য অলঙ্কার শাস্ত্রে উপপতিতে যে লঘুত্ব নির্ণীত হয়, তাহা প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, রসনির্য্যাস আস্বাদনের জন্য সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত অবতারী কৃষ্ণের সম্বন্ধে কথিত হইতে পারে না।

বিজয়। পতি ও উপপতির লক্ষণ বলিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিলে চরিতার্থ হই। প্রথমে পতি-লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। যিনি কন্যার পাণি গ্রহণ করেন—তিনি পতি।

বিজয়। উপপতি ও পরকীয়ার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। তদীয় প্রেমসর্ব্বস্বস্বরূপ পরকীয়া-অবলা-সংগ্রহেচ্ছায় যিনি রাগের দ্বারা ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করেন—তিনি উপপতি। যে স্ত্রী ঐহিক ও পারত্রিক ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া বিবাহ-বিধি হেলনপূর্ব্বক পর পুরুষে আত্মসমর্পণ করেন—তিনি পরকীয়া। কন্যা ও পরোঢ়া-ভেদে পরকীয়া দুই প্রকার।

বিজয়। স্বকীয়া-লক্ষণ কি?

গোস্বামী। পাণিগ্রহণ বিধিদ্বারা সংগৃহীত, পতির আদেশ প্রতি-পালনে তৎপর এবং পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম হইতে অবিচলিতা স্ত্রীই—স্বকীয়া।

বিজয়। শ্রীকৃষ্ণে স্বকীয়া ও পরকীয়া কাহারা?

গোস্বামী। কৃষ্ণের পুরবনিতাগণ স্বকীয়া এবং ব্রজবনিতাগণ প্রায়ই—পরকীয়া।"

মুগ্ধা, মধ্যা প্রভৃতি লক্ষণ সম্বন্ধে 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া,—

"গোস্বামী। মুগ্ধার লক্ষণ এই—তিনি নবযৌবনা, কামিনী,

রতিদানে বামা, সখীদিগের বশীভূতা, রতিচেষ্টায় অতিশয় লজ্জিতা, অথচ গোপনে সুন্দররূপে যত্নশীলা। নায়ক অপরাধী হইলে তিনি সজল নয়নে তাঁহাকে দেখেন। প্রিয়াপ্রিয় কথা বলেন না ও মান করেন না।

বিজয়। মধ্যা কি প্রকার?

গোস্বামী। মধ্যার লক্ষণ এই—তাহার মদন ও লজ্জা সমান সমান। তিনি নবযৌবনা, তাঁহার উক্তিসকল কিয়ৎপরিমাণে প্রগল্‌ভযুক্ত। তাঁহার সুরতক্রিয়ায় মোহ পর্য্যন্ত অনুভব। মানে কখন কোমলা, কখন কর্কশা। মানবতী মধ্যা কখন ধীরা, কখন অধীরা এবং কখন বা ধীরাধীরা হন। যে নায়িকা সাপরাধী প্রিয়ব্যক্তিকে উপহাসের সহিত বক্রোক্তি করেন, তিনি ধীরা মধ্যা। যে নায়িকা রোষপূর্ব্বক বল্লভকে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন, তিনি অধীরা মধ্যা। যে নায়িকা সাশ্রুনয়নে প্রিয়ব্যক্তির প্রতি বক্রোক্তি করেন, তিনি ধীরাধীরা মধ্যা। মধ্যা নায়িকায় মুগ্ধা ও প্রগল্‌ভার মিশ্রভাব থাকায় মধ্যাতেই সর্ব্বরসোৎকর্ষ লক্ষিত হয়।

বিজয়। প্রগল্‌ভা কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রগল্‌ভার লক্ষণ এই—তিনি নবযৌবন, মদান্ধ, রতিবিষয়ে অত্যন্ত উৎসুকা। তিনি ভূরি ভূরি ভাবোদ্গম করিতে জানেন। রসদ্বারা বল্লভকে আক্রমণ করেন। তাঁহার উক্তি ও চেষ্টা অতিশয় প্রৌঢ়া। মানক্রিয়ায় তিনি অত্যন্ত কর্কশ। মানবতী প্রগল্‌ভা ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা-ভেদে তিন প্রকার। ধীরা প্রগল্‌ভা সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনা, ভাবগোপনশীলা এবং আদরকারিনী। অধীরা প্রগল্‌ভা নিষ্ঠুররূপে কান্তকে তাড়না করেন। ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা, ধীরাধীরা নায়িকার ন্যায় গুণবিশিষ্টা। জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা-ভেদে মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা জ্যেষ্ঠমধ্যা ও কনিষ্ঠমধ্যা এবং জ্যেষ্ঠপ্রগল্‌ভা ও কনিষ্ঠ-

প্রগল্‌ভা-প্রভেদ। নায়কের প্রণয়-অনুসারেই জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-ভেদ উদিত হয়।

বিজয়। প্রভো, সাকল্যে নায়িকা কত প্রকার?

গোস্বামী। নায়িকা পঞ্চদশ প্রকার। কন্যা—কেবলমুগ্ধা সুতরাং এক প্রকার। মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা-ভেদে তিনি আবার মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা-ভেদে হয়, এইরূপে স্বকীয়া সাত প্রকার। পরকীয়াও সেইরূপে সাতপ্রকার, সাকল্যে পঞ্চদশ প্রকার।

বিজয়। নায়িকাদিগের অবস্থা-ভেদ কত প্রকার?

গোস্বামী। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা এইরূপ আট প্রকার অবস্থা। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকার নায়িকারই এই আট প্রকার অবস্থা আছে।

বিজয়। অভিসারিকা কি প্রকার?

গোস্বামী। যিনি কান্তকে অভিসার করান অথবা স্বয়ং অভিসার করেন, তিনি অভিসারিকা। যিনি শুক্লপক্ষে শুভ্রবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক গমন করেন, তিনি জ্যোৎস্নাভিসারিকা। যিনি কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বসনাদি পরিধানপূর্ব্বক যাত্রা করেন, তিনি তমোভিসারিকা। লজ্জায় তিনি স্বীয় অঙ্গে লীন, নিঃশব্দ, অলঙ্কৃত কৃতাবগুণ্ঠা হইয়া একটী স্নিগ্ধসখী-সঙ্গে গমন করেন।

বিজয়। বাসকসজ্জা কি প্রকার?

গোস্বামী। স্বীয় অবসরক্রমে কান্ত আসিবেন, এই আশায় যে নায়িকা নিজ দেহ-সজ্জা ও গৃহ-সজ্জা করেন, তিনি 'বাসক-সজ্জিকা' বলিয়া উক্তা হন। স্মরক্রীড়াসঙ্কল্প, কান্তের পথনিরীক্ষণ, সখীসহ লীলাকথা, পুনঃ পুনঃ দূতীকে প্রতীক্ষা করাই তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। উৎকণ্ঠিতা কি প্রকার?

গোস্বামী। নিরপরাধ নায়ক আসিতে বিলম্ব করিলে, যে নায়িকা উৎসুকা ও বিরহোৎকণ্ঠিতা হন, তাহাকে ভাবজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'উৎকণ্ঠিতা' বলেন। হৃত্তাপ, কম্প, অনাগমনের হেতু বিতর্ক, বিরক্তি, বাষ্পমোচন এবং স্বীয় অবস্থাবর্ণন, এই সকল তাঁহার চেষ্টা। বাসকসজ্জার দশা শেষে মান যে স্থলে না হয়, নায়কের পারবশ্য বিচারে এবং সঙ্গমাভাবে উৎকণ্ঠা হয়।

বিজয়। খণ্ডিতা কিরূপ?

গোস্বামী। সময় উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন ধারণ করিয়া নায়ক রাত্র শেষ করিয়া আসিলে নায়িকা 'খণ্ডিতা' হন। ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাস ও তুষ্ণীভাবই তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। বিপ্রলব্ধা কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রাণবল্লভ সঙ্কেত করিয়াও দৈবাৎ না আসিলে ব্যথাকুলা নায়িকা 'বিপ্রলব্ধা' হন। নির্ব্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা, দীর্ঘনিশ্বাসাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। কলহান্তরিতা কিরূপ?

গোস্বামী। বল্লভ সখিদিগের সম্মুখে পাদপতিত হইলেও, যে নায়িকা ক্রোধভরে তাঁহাকে নিরাশ করেন, তিনি প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘনিশ্বাসাদি-চেষ্টা-লক্ষিত 'কলহান্তরিতা' বলিয়া উক্ত হন।

বিজয়। প্রোষিতভর্ত্তৃকা কে?

গোস্বামী। কান্ত দূরদেশে গেলে নায়িকা প্রোষিতভর্ত্তৃকা হন। বল্লভের গুণকীর্ত্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, অনবস্থান, জড়তা এবং চিন্তাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। স্বাধীনভর্ত্তৃকা কে?

গোস্বামী। বল্লভ যাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়া সর্ব্বদা নিকটে থাকেন তিনি স্বাধীনভর্ত্তৃকা। বনলীলা, জলক্রীড়া, কুসুমচয়নাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। স্বাধীনভর্ত্তৃকা অবস্থা বড় আনন্দজনক।

গোস্বামী। নায়ক যদি প্রেমবশ্য হইয়া ক্ষণকাল ত্যাগ করিতে সমর্থ না হন, তবে স্বাধীনভর্ত্তৃকাকে 'মাধবী' বলা যায়। অষ্টনায়িকার মধ্যে স্বাধীনভর্ত্তৃকা, বাসক-সজ্জা, অভিসারিকা—এই তিন প্রকার নায়িকা হৃষ্টচিত্ত হইয়া অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও কলহান্তরিতা—এই পাঁচ প্রকার নায়িকা ভূষণশূন্যা হইয়া বামগণ্ডে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক খেদ ও চিন্তায় সন্তপ্ত হন।

বিজয়। কৃষ্ণপ্রেমসন্তাপ! ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণপ্রেম চিন্ময় সুতরাং পরমানন্দ-স্বরূপ সন্তাপাদি সেই পরমানন্দের বিচিত্রতা। জড় জগতে যে সন্তাপ তাহা প্রকৃত ক্লেশদ কিন্তু চিজ্জগতে তাহা আনন্দবিকারবিশেষ। আস্বাদনে চিন্ময়রস-সুখ বুঝিবে, কথায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

বিজয়। এই সকল নায়িকার মধ্যে প্রেমতারতম্য কিরূপ?

গোস্বামী। ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমতারতম্যক্রমে সেই নায়িকাগণ উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা-ভেদে ত্রিবিধ। যে নায়িকার কৃষ্ণে যে পরিমাণ ভাব, কৃষ্ণেরও সেই নায়িকার প্রতি সেই পরিমাণে ভাব, ইহা বুঝিতে হইবে।

বিজয়। উত্তমার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। উত্তমনায়িকা নায়কের ক্ষণকালের সুখবিধান করিবার জন্য অখিল কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। নায়ক তাঁহাকে খেদান্বিত করিলেও অসূয়ার উদ্‌গম হয় না। যদি কেহ নায়কের ক্লেশের কথা মিথ্যা করিয়াও বলে, তবে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

বিজয়। মধ্যমার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। নায়কের ক্লেশবার্ত্তায় চিত্ত খিন্ন হয় এইমাত্র।

বিজয়। কনিষ্ঠার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। নায়কের সহিত মিলন করিতে যিনি প্রতিবন্ধককে আশঙ্কা করেন তিনি কনিষ্ঠা।

বিজয়। নায়িকাসংখ্যা কত হইল?

গোস্বামী। একত্র করিলে নায়িকা-সংখ্যা তিনশত ষষ্টি হয়। যথা—প্রথমে যে পঞ্চদশ প্রকার বলা হইয়াছে, তাহাকে অষ্টগুণ করিলে একশতবিংশতি হয়। তাহাকে শেষোক্ত তিন দিয়া গুণ করিলে তিনশতষষ্টি হয় ॥২॥

অথ স্বভাবাঃ। কাশ্চিৎ প্রখরাঃ শ্যামলামঙ্গলাদয়ঃ। কাশ্চিন্মধ্যাঃ শ্রীরাধিকাপালিপ্রভৃতয়ঃ। কাশ্চিন্মৃদ্বীতি-খ্যাতাশ্চন্দ্রাবল্যাদয়ঃ। অথ সপক্ষঃ সুহৃৎপক্ষঃ তটস্থপক্ষঃ বিপক্ষ ইতি ভেদচতুষ্টয়ং স্যাৎ। তত্রাপি কাশ্চিৎ বামাঃ কাশ্চিদ্ দক্ষিণাশ্চ। শ্রীরাধায়াঃ স্বপক্ষঃ ললিতাবিশাখাদিঃ সুহৃৎপক্ষঃ শ্যামলা যূথেশ্বরী তটস্থপক্ষঃ ভদ্রা প্রতিপক্ষশ্চন্দ্রাবলী। তত্র কাশ্চিৎ বামাঃ কাশ্চিদ্দক্ষিণাঃ স্যুঃ। শ্রীমতী রাধিকা বামা মধ্যা নীলবস্ত্রা রক্তবস্ত্রা চ। ললিতা প্রখরা শিখিপিঞ্ছবসনা। বিশাখা বামা মধ্যা তারাবলিবসনা। ইন্দুরেখা বামা প্রখরা অরুণবস্ত্রা। রঙ্গদেবীসুদেব্যৌ বামে প্রখরে রক্তবস্ত্রে চ। সর্ব্বা এব গৌরবর্ণাঃ। চম্পকলতা বামা মধ্যা নীলবস্ত্রা। চিত্রা দক্ষিণা মৃদ্বী নীলবসনা। তুঙ্গবিদ্যা দক্ষিণা প্রখরা শুক্লবস্ত্রা চ। শ্যামলা বাম্যদাক্ষিণ্যযুক্তা প্রখরা রক্তবস্ত্রা। ভদ্রা দক্ষিণা মৃদ্বী

নীলবস্ত্রা। অস্যাঃ সখী পদ্মা দক্ষিণা প্রখরা; শৈব্যা দক্ষিণা মৃদ্বী, সর্ব্ব এব রক্তবস্ত্রাঃ ॥৩॥

অনুবাদ—অনন্তর নায়িকাদিগের স্বভাব। শ্যামলা ও মঙ্গলা প্রভৃতি কতিপয় প্রখরা। শ্রীরাধা ও পালি প্রভৃতি কতিপয় মধ্যা। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কতিপয় মৃদ্বী। অনন্তর সপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থপক্ষ ও বিপক্ষ ভেদে ইহারা চতুর্বিধ। তন্মধ্যে আবার কেহ কেহ বামা ও কেহ কেহ দক্ষিণা। শ্রীরাধার স্বপক্ষ ললিতা-বিশাখাদি। সুহৃৎপক্ষা যূথেশ্বরী শ্যামলা। তটস্থ-পক্ষা ভদ্রা এবং প্রতিপক্ষা চন্দ্রাবলী। তন্মধ্যে আবার কেহ কেহ বামা, কেহ কেহ দক্ষিণা। শ্রীমতী রাধিকা—বামা, মধ্যা, নীলবস্ত্রা ও রক্তবস্ত্রা। ললিতা—প্রখরা ও শিখিপিঞ্ছ-বসনা। বিশাখা—বামা, মধ্যা, তারাবলি-বসনা। ইন্দুরেখা—বামা, প্রখরা ও অরুণ-বসনা। রঙ্গদেবী ও সুদেবী—বামা, প্রখরা ও রক্তবস্ত্রা। ইহারা সকলেই গৌর-বর্ণা। চম্পকলতা—বামা, মধ্যা, নীলবস্ত্রা। চিত্রা—দক্ষিণা, মৃদ্বী, নীলবসনা। তুঙ্গবিদ্যা—দক্ষিণা, প্রখরা ও শুক্লবস্ত্রা। শ্যামলা—বাম্য-দাক্ষিণ্যযুক্তা, প্রখরা ও রক্তবস্ত্রা। ভদ্রা—দক্ষিণা, মৃদ্বী ও নীলবস্ত্রা। অন্যা সখী পদ্মা—দক্ষিণা, প্রখরা; শৈব্যা—দক্ষিণা ও মৃদ্বী। ইঁহারা সকলেই রক্তবস্ত্রা ॥৩॥

অনুকিরণ—নায়িকাদিগের স্বভাব সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"বিজয়। আমি নায়িকাদিগের বিবরণ শুনিলাম। এখন যূথেশ্বরী-দিগের পরস্পর ভেদ কি আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। যূথেশ্বরীদিগের সুহৃদাদি ব্যবহার অর্থাৎ স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও তটস্থ ভেদ আছে। সৌভাগ্যতারতম্যবশতঃ তাঁহারা অধিকা, সমা ও লঘ্বী—এই প্রকার ভেদে লক্ষিত হন। প্রখরা, মধ্যা, মৃদ্বী-ভেদে

তাঁহারা আবার তিনভাগে বিভক্ত। যাঁহাদের প্রগল্‌ভ বাক্য, তাঁহারা প্রখরা বলিয়া খ্যাত। যাঁহাদের বাক্যে প্রখরা অত্যল্প তাঁহারা মৃদ্বী এবং যাঁহারা তদুভয়ের মধ্যগত, তাঁহারা মধ্যা। আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী-ভেদে অধিকাগণ দ্বিবিধ। যিনি সর্ব্বথা অসমোর্দ্ধা তিনিই আত্যন্তিকাধিকা—তিনিই রাধা, তিনিই মধ্যা। তাঁহার সমান আর কেহ ব্রজে নাই।

বিজয়। আপেক্ষিকাধিকা কে কে?

গোস্বামী। যূথেশ্বরীগণের মধ্যে এককে অপেক্ষা করিয়া অন্য যিনি শ্রেষ্ঠ হন, তিনিই 'আপেক্ষিকাধিকা' বলিয়া উক্ত।

বিজয়। আত্যন্তিকী লঘু কে?

গোস্বামী। অন্য নায়িকাগণ যাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নন, তিনিই আত্যন্তিকী লঘু। আত্যন্তিকী অধিকা অপেক্ষা সকল নায়িকাই লঘু। আত্যন্তিকী লঘু ব্যতীত সকল যূথেশ্বরীই অধিকা। সুতরাং আত্যন্তিকী অধিকা যূথেশ্বরীর সমত্ব ও লঘুত্বের সম্ভাবনা নাই। আত্যন্তিকী লঘুর অধিকত্ব সম্ভাবনা নাই। সমালঘু একই প্রকার। মধ্যাগণের অধিকপ্রখরাদি-ভেদে নয় প্রকার ভেদ আছে। অতএব যূথেশ্বরীগণের দ্বাদশ প্রকার ভেদ। যথা:—১। আত্যন্তিকাধিকা, ২। সমালঘু, ৩। অধিকমধ্যা, ৪। সমমধ্যা, ৫। লঘুমধ্যা, ৬। অধিকপ্রখরা, ৭। সমপ্রখরা, ৮। লঘুপ্রখরা, ৯। অধিকমৃদ্বী, ১০। সমমৃদ্বী, ১১। লঘুমৃদ্বী, ১২। আত্যন্তিকলঘু।" ॥৩॥

অথ দূতী দ্বিবিধা; স্বয়ং দূতী আপ্তদূতী চ। তত্রাপ্তদূতী চ ত্রিবিধা; অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারিণী চ। বাক্যং বিনা ইঙ্গিতেনৈব যা দৌত্যং করোতি সা অমিতার্থা। যা আজ্ঞয়া

সমস্তং কার্য্যং করোতি ভারং বহতি চ সা নিসৃষ্টার্থা। যা পত্রেণ কার্য্যং করোতি সাধয়তি চ সা পত্রহারিণী। তাঃ শিল্পকারিণী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী পরিচারিকা ধাত্রেয়ী বনদেবী সখী চেত্যাদয়ঃ। ব্রজে বীরা বৃন্দা বংশী চ কৃষ্ণস্য দূতীত্রয়ম্। প্রগল্‌ভবচনা বীরা বৃন্দা চ প্রিয়বাদিনী সর্ব্বকার্য্যসাধিকা বংশী ॥৪॥

অনুবাদ—অনন্তর দূতী দুই প্রকার; স্বয়ং দূতী ও আপ্ত-দূতী তন্মধ্যে আপ্ত-দূতী আবার তিন প্রকার; অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা ও পত্র-হারিণী। বাক্য-ব্যতিরেকে ইঙ্গিতের দ্বারাই যিনি দৌত্য করেন তিনি অমিতার্থা। যিনি আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য করেন এবং কার্য্য ভার বহন করেন তিনি নিসৃষ্টার্থা। আর যিনি পত্রদ্বারা কার্য্য সাধন করেন তিনি পত্রহারিণী। সেই সকল আবার শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী ও সখী প্রভৃতি। ব্রজে বীরা, বৃন্দা ও বংশী শ্রীকৃষ্ণের তিনটী দূতী। বীরা—প্রগল্‌ভবচনা। বৃন্দা—প্রিয়বাদিনী এবং বংশী—সর্ব্বকার্য্য-সাধিকা ॥৪॥

অনুকিরণ—দূতী-ভেদ সম্বন্ধেও শ্রীল ঠাকুরের 'জৈবধর্ম্মে' পাই,—

"বিজয়। আমি এখন দূতী-ভেদ জানিতে বাসনা করি।

গোস্বামী। কৃষ্ণসঙ্গমতৃষ্ণাপ্রযুক্ত নায়িকাগণের সহায়স্বরূপ দূতীর প্রয়োজন। দূতী—স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী-ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। স্বয়ংদূতী কিরূপ?

গোস্বামী। অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশতঃ লজ্জার ত্রুটী হয়। অনুরাগে মোহিত হইয়া, স্বয়ং নায়কের প্রতি ভাব প্রকাশ করেন, তাহাই স্বয়ংদূতী। এই অভিযোগ কায়িক, বাচিক ও চাক্ষুষ-ভেদে তিন প্রকার।

বিজয়। বাচিক অভিযোগ কিরূপ ?

গোস্বামী। ব্যঙ্গই বাচিক অভিযোগ, তাহা শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ-ভেদে দুই প্রকার। ব্যঙ্গ আবার কৃষ্ণকে বিষয় করিয়া এবং অগ্রবর্ত্তী দ্রব্যকে বিষয় করিয়া নিজ কার্য্য করে।

বিজয়। কৃষ্ণবিষয়ক ব্যঙ্গ কিরূপ ?

গোস্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ এবং ব্যপদেশদ্বারা ব্যঙ্গ দুই প্রকার কার্য্য করে।

বিজয়। সাক্ষাৎ কিরূপ ?

গোস্বামী। গর্ব্ব, আক্ষেপ ও যাচ্ঞাদি-ভেদে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গরূপ অভিযোগ বহুবিধ।

বিজয়। আক্ষেপব্যঙ্গ কিরূপ ?

গোস্বামী। আক্ষেপের দ্বারা শব্দোত্থব্যঙ্গ এক প্রকার ও অর্থোত্থব্যঙ্গ আর একপ্রকার। তোমরা আলঙ্কারিক, তোমাদিগকে ইহার উদাহরণ দিতে হইবে না।

বিজয়। আচ্ছা, তাহাই বটে। যাচ্ঞাদ্বারা ব্যঙ্গ কিরূপ ?

গোস্বামী। স্বার্থ ও পরার্থ-ভেদে যাচ্ঞা দুই প্রকার। দুই প্রকার যাচ্ঞাতেই শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ। এ সমস্ত শব্দে ভাব যোগপূর্ব্বক সাঙ্কেতিক যাচ্ঞা মাত্র। স্বার্থযাচ্ঞা নিজের কথা নিজে বলা। পরার্থযাচ্ঞায় অন্যের কথা অন্যে বলা।

বিজয়। সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ বুঝিলাম। নায়িকাদিগের বাক্যে কৃষ্ণের প্রতি যে সাক্ষাৎ অভিযোগ-বাক্য, তাহাতে শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ আছে। তাহা অনেক নাটক-নাটিকায় দেখা যায় এবং শব্দচাতুরীতে কবিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। এখন 'ব্যপদেশ' কি তাহা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। অলঙ্কারশাস্ত্রের 'অপদেশ' শব্দ হইতেই 'ব্যপদেশ'

শব্দটীকে পারিভাষিকী সংজ্ঞা বলিয়া জান। অপদেশ ব্যাজ অর্থাৎ অন্য কিছু বর্ণনের দ্বারা অভীষ্ট-বোধন। তাৎপর্য্য এই যে কোন এক বাক্যদ্বারা স্পষ্টার্থ এক হয় কিন্তু ব্যঙ্গার্থে কৃষ্ণের নিকট সেবা-যাচ্ঞা বুঝায় ইহারই নাম 'ব্যপদেশ'। সেই ব্যপদেশ দূতীরূপে কার্য্য করে।

বিজয়। ব্যপদেশ একপ্রকার ছলবাক্য, যাচ্ঞা তাহার গূঢ় অর্থ হয়। এখন পুরস্থ অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তী বিষয় একটু ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। হরি সম্মুখে শুনিতেছেন, তথাপি শুনেন নাই এরূপ মনে করিয়া অগ্রস্থিত কোন জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে জল্প ব্যবহার করা যায় তাহাই পুরস্থ-বিষয়-গত ব্যঙ্গ। তাহাও শব্দোত্থ অর্থোত্থ-ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। আপনার কৃপায় এসব বুঝিলাম। এখন আঙ্গিক অভিযোগ বলুন।

গোস্বামী। অঙ্গুলিস্ফোটন, ছল করিয়া সম্ভ্রম অর্থাৎ ত্বরা, ভয় ও লজ্জাবশতঃ গাত্রাবরণ, চরণদ্বারা ভূমিতে লিখন, কর্ণকণ্ডুয়ন, তিলকক্রিয়া বেশধারণ, ভ্রূবিক্ষেপ, সখীকে আলিঙ্গন, সখীকে তাড়না, অধর-দংশন, হারগুম্ফন, অলঙ্কারের শব্দ করা, বাহুমূল উদ্‌ঘাটন, কৃষ্ণনাম লিখন, তরুতে লতাসংযোগ, এইরূপ ক্রিয়া সকল কৃষ্ণের অগ্রে কৃত হইলে 'আঙ্গিক-অভিযোগ' হয়।

বিজয়। চাক্ষুষ-অভিযোগ বলুন।

গোস্বামী। নেত্রের হাস্য, নেত্রকে অর্দ্ধ মুদিত করা, নেত্রান্ত ঘূর্ণন, নেত্রান্তের সঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত এবং কটাক্ষাদি 'চাক্ষুষ-অভিযোগ'।

বিজয়। স্বয়ংদূতী বুঝিয়াছি। সঙ্কেত মাত্র কথিত হইয়াছে বটে, তাহা অনন্ত প্রকার হইতে পারে। এখন আপ্তদূতীর কথা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না—স্নেহবতী

ও বাগ্মিণী, সেইরূপ ব্রজসুন্দরীদিগের দূতী।

বিজয়। আপ্তদূতী কয় প্রকার?

গোস্বামী। অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা এবং পত্রহারী-ভেদে দূতী তিন প্রকার। ইঙ্গিতের অভিপ্রায় জানিয়া মিলনসংযোগকারিণীকে 'অমিতার্থা' দূতী বলেন। যুক্তিদ্বারা মিলনকারিণীকে 'নিসৃষ্টার্থা' দূতী বলেন। যিনি সন্দেশমাত্র বহন করেন, তিনি পত্রহারী।

বিজয়। আর কেহ আপ্তদূতী আছেন?

গোস্বামী। শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী এবং সখী ইত্যাদিও দূতী মধ্যে পরিগণিত। চিত্রকারিণী প্রভৃতি শিল্পকারী চিত্রদ্বারা মিলন করান। দৈবজ্ঞা দূতী রাশিফলাদি বলিয়া মিলন করান। পৌর্ণমাসীর ন্যায় তাপসাদি বেশধারিণী লিঙ্গিনী দূতী, লবঙ্গমঞ্জরী, ভানুমতী প্রভৃতি কতিপয় সখী পরিচারিকা দূতী রাধিকাদির 'ধাত্রেয়ী' দূতী হন। বনদেবী বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পূর্ব্বোক্ত সখীগণও দূতী হন। তাঁহারা বাচ্যদূত্য অর্থাৎ স্পষ্টবাক্যে দৌত্য এবং ব্যঙ্গদূত্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তবৎ শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গদ্বারা দৌত্য করেন। তাহাতে ব্যপদেশ শব্দমূল, অর্থমূল, প্রশংসা, আক্ষেপাদি সর্ব্বপ্রকার অভিযোগ আছে ॥৪॥

অথ সখী পঞ্চবিধা। সখী নিত্যসখী প্রাণসখী প্রিয়সখী পরমপ্রেষ্ঠা সখী। এষাং মধ্যে কাচিৎ সমস্নেহা কাচিদসমস্নেহা। যা কৃষ্ণে স্নেহাধিকা সা সখী। বৃন্দা কুন্দলতা বিদ্যা ধনিষ্ঠা কুসুমিকা তথা কামদা নামাত্রেয়ী সখী ভাববিশেষভাক্। যা রাধিকায়াং স্নেহাধিকা সা নিত্যসখী। নিত্যসখ্যস্তু কস্তুরী-মনোজ্ঞা-মণিমঞ্জরী-সিন্দূরা-চন্দনবতী-কৌমুদী-মদিরাদয়ঃ। তত্র মুখ্যা যা

সখী স্নেহাধিকা সা প্রাণসখী উক্তা। জীবিত-সখ্যস্তু তুলসী, কেলী-কন্দলী, কাদম্বরী, শশিমুখী চন্দ্ররেখা প্রিয়ম্বদা মদোন্মদা মধুমতী বাসন্তী কলভাষিণী রত্নাবলী, মালতী কর্পূরলতিকাদয়ঃ। এতা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং প্রায়ঃ সারূপ্যমাগতাঃ। মালতী চন্দ্রলতিকা গুণচূড়া বরাঙ্গদা মাধবী চন্দ্রিকা প্রেমমঞ্জরী তনুমধ্যমা কন্দর্পসুন্দরীত্যাদ্যাঃ কোটী সংখ্যা মৃগীদৃশঃ প্রিয়সখ্যঃ। তত্র মুখ্যা যা সা পরমপ্রেষ্ঠ সখী। ললিতা বিশাখা চ চিত্রা চম্পকবল্লিকা রঙ্গদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিদ্যেন্দুরেখিকা যদ্যপ্যেতাঃ সমস্নেহাঃ তথাপি শ্রীরাধায়াং পক্ষপাতং কুর্ব্বন্তি ॥৫॥

অনুবাদ—অনন্তর সখী পাঁচ প্রকার—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী, পরমপ্রেষ্ঠা সখী। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ সম-স্নেহা, কেহ অসমস্নেহা। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিকস্নেহ করেন তাঁহারা সখী। বৃন্দা, কুন্দলতা, বিদ্যা, ধনিষ্ঠা, কুসুমিকা, কামদা ও আত্রেয়ী প্রভৃতি সখীভাব-বিশেষ পাত্রী। যাঁহারা রাধিকাতে অধিক স্নেহ করেন তাঁহারা নিত্যসখী। কস্তূরী, মনোজ্ঞা, মণিমঞ্জরী, সিন্দুরা, চন্দনবতী, কৌমুদী, মদিরা প্রভৃতি নিত্যসখী। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মুখ্যা সখী অধিক স্নেহ-পরায়ণা তাঁহারা প্রাণসখী বলিয়া কথিতা। তুলসী, কেলীকন্দলী, কাদম্বরী, শশিমুখী, চন্দ্ররেখা, প্রিয়ম্বদা, মদোন্মদা, মধুমতী, বাসন্তী, কলভাষিণী, রত্নাবলী, মালতী, কর্পূরলতিকা প্রভৃতি প্রাণসখী। ইঁহারা বৃন্দাবনেশ্বরীর প্রায় তুল্যরূপ-প্রাপ্তা। মালতী, চন্দ্রলতিকা, গুণচূড়া, বরাঙ্গদা, মাধবী, চন্দ্রিকা, প্রেমমঞ্জরী, তনুমধ্যমা, কন্দর্পসুন্দরী প্রভৃতি কোটি সংখ্যক্ মৃগ-নয়না প্রিয়সখী। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মুখ্যা অর্থাৎ প্রধানা তাঁহারা পরম প্রেষ্ঠসখী যথা—ললিতা,

বিশাখা, চিত্রা, চম্পকবল্লিকা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা এবং ইন্দুরেখা প্রভৃতি। যদিও ইঁহারা সমস্নেহা তাহা হইলেও শ্রীরাধিকাতেই পক্ষপাতী ॥৫॥

অনুকিরণ—সখী কয় প্রকার? তদ্‌বিয়ে 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"বিজয়। শ্রীরাধার সখীগণ কয় প্রকার?

গোস্বামী। পঞ্চ প্রকার যথা:—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী এবং পরমপ্রেষ্ঠসখী।

বিজয়। কাহারা সখী?

গোস্বামী। কুসুমিকা, বিন্দ্যা, ধনিষ্ঠাদি, সখীমধ্যে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

বিজয়। নিত্যসখী কাহারা?

গোস্বমী। কস্তুরী, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখী।

বিজয়। প্রাণসখী কে কে?

গোস্বামী। শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা প্রভৃতি প্রাণসখী। ইঁহারা প্রায়ই বৃন্দাবনেশ্বরীর স্বরূপতাপ্রাপ্ত।

বিজয়। প্রিয়সখী কাহারা?

গোস্বামী। কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মুঞ্জকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা শশিকলা প্রভৃতি প্রিয়সখী।

বিজয়। কে কে পরম প্রেষ্ঠসখী?

গোস্বামী। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী—এই আটজন সর্ব্ব সখীগণের প্রধানা পরমপ্রেষ্ঠ সখী বলিয়া উক্ত। ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পরাকাষ্ঠা-

প্রযুক্ত স্থল বিশেষে কখন কৃষ্ণের প্রতি এবং কখন রাধার প্রতি অধিক প্রেম প্রদর্শন করেন ॥৫॥

অথ বয়ঃ। বয়ঃসন্ধিঃ নব্যযৌবনং ব্যক্তযৌবনং পূর্ণযৌবনঞ্চেতি। কলাবত্যাদয়ঃ বয়ঃসন্ধৌ স্থিতাঃ। ধন্যাদয়ঃ নবযৌবনে স্থিতাঃ। শ্রীরাধাদয়স্তু ব্যক্তযৌবনে স্থিতাঃ। চন্দ্রবল্যাদয়ঃ পূর্ণযৌবনে স্থিতাঃ। পদ্মাদ্যাঃ পূর্ণযৌবনে স্থিতা ইত্যালম্বন-বিভাবঃ ॥৬॥

অনুবাদ—অনন্তর বয়স। বয়ঃসন্ধি, নব্যযৌবন, ব্যক্তযৌবন ও পূর্ণযৌবন ইত্যাদি। কলাবতী প্রভৃতি বয়ঃসন্ধিতে অবস্থিত। ধন্যাদি নবযৌবনে অবস্থিত। শ্রীরাধাদি ব্যক্তযৌবনে অবস্থিত। চন্দ্রাবলী ও পদ্মা-আদি পূর্ণযৌবনে অবস্থিত। এই আলম্বন-বিভাব ॥৬॥

অনুকিরণ—বয়স সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুরের 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"এ রসে বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্তবয়স ও পূর্ণবয়স এই চারি-প্রকার মধুর-রসাশ্রিত বয়স।

বিজয়। বয়ঃসন্ধি কি?

গোস্বামী। বাল্য ও যৌবনের সন্ধিকে বয়ঃসন্ধি বলা যায়। তাহারই নাম প্রথম কৈশোর। কৈশোর বয়স সমুদয়ই বয়ঃসন্ধি। পৌগণ্ডকে বাল্য বলা যায়। কৃষ্ণের এবং প্রিয়াগণের বয়ঃসন্ধি-মাধুর্য্যই—উদ্দীপন।

বিজয়। নব্যবয়স কিরূপ?

গোস্বামী। নবযৌবন, স্তনের ঈষৎ উদয়, চক্ষের চঞ্চলতা, মন্দ হাস্য এবং মনের স্বল্প বিক্রিয়াদ্বারা লক্ষিত হয়।

বিজয়। ব্যক্তবয়স কিরূপ?

এই প্রশ্ন করিতে করিতে তথায় একজন শ্রীবৈষ্ণব ও একজন শঙ্করমঠের পণ্ডিত সন্ন্যাসী দেবদর্শনার্থে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৈষ্ণবের আপনাতে পুরুষরূপ দাসাভিমান আছে এবং শঙ্কর সন্ন্যাসী শুষ্ক-ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন। সুতরাং তন্মধ্যে কাহারও ব্রজগোপী অভিমান ছিল না। পুরুষাভিমানী ব্যক্তির নিকট রসকথার আলোচনা নিষেধ থাকায়, গোস্বামী ও বিজয় উভয়েরই নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহাদের সহিত সাধারণ ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া তাঁহারা সিদ্ধবকুলাভিমুখে গমন করিলে, বিজয় একটু ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের কৃত প্রশ্নটী পুনরায় বলিলেন।

গোস্বামী। স্তনের স্পষ্ট উদ্গম হয়, মধ্যদেশে ত্রিবলি এবং সর্ব্বাঙ্গে উজ্জ্বলতা প্রকাশ হয়—এই অবস্থাকে ব্যক্তযৌবন বলেন।

বিজয়। পূর্ণ বয়স কিরূপ?

গোস্বামী। যে বয়সে নিতম্ব বিপুল, মধ্যদেশ ক্ষীণ, অঙ্গসকল উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট, স্তনদ্বয় স্থূল এবং উরুযুগল রম্ভাবৃক্ষসদৃশ হয়, সেই বয়সই পূর্ণ যৌবন। কোন কোন ব্রজসুন্দরীর অল্পতারুণ্যস্থলেও শোভার পূর্ত্তিবিশেষ ক্রমে পূর্ণ-যৌবন প্রকাশ পায়" ॥৬।

অথোদ্দীপনবিভাবঃ। গুণ-নাম-তাণ্ডব-বেণুবাদ্য-গোদোহন-বিভূষণ-গীত-চরণচিহ্নাঙ্গসৌরভ্য-নির্ম্মাল্যবর্হগুঞ্জাবতংস-কৃষ্ণমেঘ-চন্দ্রদর্শনাদিভেদাদ্ বহুবিধঃ ॥৭॥

অনুবাদ—অনন্তর উদ্দীপন-বিভাব। গুণ, নাম, নৃত্য, বেণুবাদ্য, গোদোহন, বিভূষণ, গীত, চরণচিহ্ন, অঙ্গ-গন্ধ, নির্ম্মাল্য, বর্হাবতংস, কৃষ্ণমেঘ, চন্দ্রদর্শনাদি-ভেদে বহুবিধ উদ্দীপন ॥৭॥

অনুকিরণ—উদ্দীপন বিভাব সম্বন্ধে 'জৈবধর্ম্মে' পাই,—

"গোস্বামী। মধুর-রসে কৃষ্ণের ও কৃষ্ণবল্লভাদিগের গুণ, নাম, চরিত, মণ্ডন, সম্বন্ধী ও তটস্থ বিষয় সকলই উদ্দীপন-বিভাব।

বিজয়। গুণগুলি বলিতে আজ্ঞা হউক।

গোস্বামী। গুণ তিন প্রকার; মানস, বাচিক ও কায়িক।

বিজয়। এ রসে মানস গুণ কত প্রকার?

গোস্বামী। কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা এবং করুণাদি বহুবিধ মানস গুণ।

বিজয়। বাচিক গুণ কত প্রকার?

গোস্বামী। কর্ণের আনন্দজনক বাক্যেই বাচিক গুণ সকল আছে।

বিজয়। কায়িক গুণ কত প্রকার?

গোস্বামী। বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা, মাধুর্য্য, মার্দ্দব ইত্যাদি কায়িক গুণ।"

বয়স সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ব্ববর্ত্তী টীকায় দ্রষ্টব্য।

"বিজয়। বয়সের বিষয় অবগত হইলাম। এখন রূপ বলুন।

গোস্বামী। অভূষিত হইলেও যেন ভূষিতের ন্যায় দীপ্তিলাভ করে, তাহাই রূপ। অঙ্গসকল সুন্দররূপে ন্যস্ত হইলেই রূপ হয়।

বিজয়। লাবণ্য কি?

গোস্বামী। মুক্তার ভিতর হইতে যেরূপ একটী ছটা বাহির হয়, তদ্রূপ অঙ্গসকল হইতে যে ছটা বাহির হয়, তাহাকে 'লাবণ্য' বলে।

বিজয়। সৌন্দর্য্য কি?

গোস্বামী। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধিবন্ধগুলি সুন্দররূপে সংযুক্ত থাকিলে 'সৌন্দর্য্য' হয়।

বিজয়। অভিরূপতা কি?

গোস্বামী। স্বীয় আশ্চর্য্যগুণের দ্বারা নিকটস্থিত অন্য বস্তুকে স্বীয় সারূপ্য প্রাপ্ত করায় তাহার নাম—আভিরূপ্য বা অভিরূপতা।

বিজয়। মাধুর্য্য কি?

গোস্বামী। শরীরের কোন অনির্ব্বচনীয় রূপকে 'মাধুর্য্য' বলে।

বিজয়। মার্দ্দব কি?

গোস্বামী। কোমল বস্তুর সংস্পর্শে অসহিষ্ণুতা-ধর্ম্মকে 'মার্দ্দব' বলা যায়। মার্দ্দব উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ-ভেদে তিন প্রকার।

বিজয়। প্রভো, গুণসকল বুঝিতে পারিলাম। এখন নাম কি তাহাও আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। রসভাবগর্ভ রাধাকৃষ্ণাদি নামই নাম।

বিজয়। তাহাও বুঝিলাম; এখন চরিত বলুন।

গোস্বামী। চরিত দুই প্রকার—অনুভাব ও লীলা। বিভাব সমাপ্ত হইলে অনুভাব বর্ণিত হইবে।

বিজয়। তবে এখন লীলাই বর্ণন করুন।

গোস্বামী। চারুক্রীড়া, নৃত্য, বেণুবাদন, গো-দোহন, পর্ব্বত হইতে গো-গণকে ডাকা এবং গণনাদিকে 'লীলা' বলা যায়।

বিজয়। চারুক্রীড়া কিরূপ?

গোস্বামী। রাসলীলা, কন্দুক-খেলা ইত্যাদি অনন্ত মনোহর ক্রীড়া।

বিজয়। মণ্ডন কত প্রকার?

গোস্বামী। বস্ত্র, ভূষণ, মাল্য এবং অনুলেপন এই চারিপ্রকার 'মণ্ডন'।

বিজয়। সম্বন্ধী কি?

গোস্বামী। লগ্ন অর্থাৎ সংযুক্ত এবং সন্নিহিত-ভেদে সম্বন্ধি দ্রব্য দুই প্রকার।

বিজয়। লগ্ন কি কি?

গোস্বামী। বংশীরব, শৃঙ্গধ্বনি, গীত, সৌরভ, ভূষণ শব্দ, চরণচিহ্ন, বীণারব ও শিল্পকৌশল ইত্যাদি 'লগ্ন-সম্বন্ধী'।

বিজয়। বংশীরব কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণবক্ত্র হইতে যে মুরলীনাদামৃত উদ্গীর্ণ হয়, তাহাই সকল উদ্দীপনের মধ্যে প্রধান।

বিজয়। এখন কৃপা করিয়া সন্নিহিত-সম্বন্ধী বলুন।

গোস্বামী। নির্ম্মাল্যাদি, ময়ূরপুচ্ছ, পর্ব্বতোৎপন্ন গৈরিকাদি অদ্রিধাতু, নৈচিকী অর্থাৎ গাভীগণ, লগুড়ী (পাচন), বেণু, শৃঙ্গী, কৃষ্ণের প্রিয় ব্যক্তি দর্শন, গোধূলি, বৃন্দাবন, বৃন্দাবনাশ্রিত বস্তু ও ব্যক্তিনিচয়, গোবর্দ্ধন, যমুনা, রাসস্থলাদিকে 'সন্নিহিত-সম্বন্ধী' বলা যায়।

বিজয়। বৃন্দাবনাশ্রিত কি কি?

গোস্বামী। পক্ষিগণ, ভ্রমর, মৃগ, কুঞ্জ, লতা, তুলসী, কর্ণিকার পুষ্পবিশেষ, কদম্বাদি—বৃন্দাবনাশ্রিত।

বিজয়। তটস্থ কি?

গোস্বামী। চন্দ্রিকা অর্থাৎ জ্যোৎস্না, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, বায়ু ও খগাদিই তটস্থ"॥৭॥

অথানুভাবাঃ। ভাবঃ হাবঃ হেলা শোভা কান্তিঃ দীপ্তির্মাধুর্য্যং প্রগল্ভতা ঔদার্য্যং ধৈর্য্যং লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তিবিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতং মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকং ললিতং বিকৃতমিতি বিংশত্যলঙ্কারাঃ। তত্র নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া। তীর্য্যগ্‌গ্রীবাভ্রূনেত্রাদিবিকাশ-

সূচ্যো হাবঃ। কুচস্ফুরণ-পুলকাদিণীবিবাসস্খলনাদি সূচ্যা হেলা। রূপভোগাদ্যৈরঙ্গবিভূষণং শোভা। শোভৈব যৌবনোদ্রেকে কান্তিঃ। কান্তিরেব দেশকালাদিবিশিষ্টা দীপ্তিঃ। নৃত্যাদি-শ্রম-জনিত-গাত্রশৈথিল্যং মাধুর্য্যম্। সম্ভোগবৈপরীত্যং প্রগল্‌ভতা। রোষেঽপি নয়নব্যঞ্জনমৌদার্য্যম্। দুঃখ-সম্ভাবনায়া-মপি প্রেম্নি নিষ্ঠা ধৈর্য্যম্। কান্তচেষ্টানুকরণং লীলা। প্রিয়-সঙ্গে সতি মুখাদীনাং তাৎকালিক প্রফুল্লতা বিলাসঃ। অল্পমাত্রাকল্পধারণেঽপি শোভা বিচ্ছিত্তিঃ। অভিসারাদাবতি-সম্ভ্রমেণ হারমাল্যাদি-স্থান বিপর্য্যয়ঃ বিভ্রমঃ। শ্রীরাধা-কৃষ্ণয়োর্বর্ত্মরোধনাদৌ গর্ব্বাভিলাস-রুদিত-স্মিতাসূয়া-ভয়-ক্রোধা-সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং। কান্ত-বার্ত্তাশ্রবণে পুলকাদিভিরভিলাষস্য প্রাকট্যং মোট্টায়িতম্। অধরখণ্ডন স্তনাকর্ষণাদৌ আনন্দেঽপি ব্যথা প্রকটনং কুট্টমিতম। বাঞ্ছিতেঽপি বস্তুনি গর্ব্বেণানাদরো বিব্বোকঃ। ভ্রূভঙ্গ্যা অঙ্গভঙ্গ্যা চ হস্তেন চ ভ্রমর বিদ্রবণাদিচেষ্টিতং ললিতম্। লজ্জাদিভির্যৎ নিজ-কার্য্যং নোচ্যতে কিন্তু চেষ্টয়া ব্যজ্যতে তৎ বিকৃতম্। ইতি বিংশত্যলঙ্কারাঃ। জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎ প্রশ্নে মৌগ্ধ্যম্। প্রিয়স্যাগ্রে ভ্রমরাদিকং দৃষ্ট্বা ভয়ং চকিতম্। ইতি—দ্বয়মধিকম্ ॥৮॥

অনুবাদ—অনন্তর অনুভাব সমূহ। ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য, ধৈর্য্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, বিকৃত এই বিশটী অলঙ্কারই অনুভাব। সেই নির্ব্বিকার চিত্তে অর্থাৎ সত্ত্বে যে

প্রথম বিকার তাহাকেই ভাব বলে। গ্রীবার বক্রতা ও ভ্রূ-নৃত্যাদির বিকাশকে হাব বলে। কুচ-স্ফুরণ ও পুলকাদি এবং বস্ত্রস্খলনাদি সূচকই হেলা। রূপ ও সম্ভোগাদির দ্বারা অঙ্গের বিভূষণকে শোভা বলে। ঐ শোভাকেই যৌবন-উদ্রেকে কান্তি বলা হয়। কান্তিই দেশ-কালাদি বিশিষ্টা হইলে দীপ্তি। নৃত্যাদি শ্রমজনিত গাত্র-শৈথিল্যকে মাধুর্য্য বলে। সম্ভোগের বৈপরীত্যকে প্রগল্‌ভতা বলা হয়। রোষকালেও নয়ন-ব্যঞ্জনই ঔদার্য্য। দুঃখের সম্ভবনাতেও প্রেমে নিষ্ঠার নাম ধৈর্য্য। কান্তের চেষ্টার অনুকরণের নাম লীলা। প্রিয়সঙ্গ হইলে মুখাদির তাৎকালিক প্রফুল্লতাকে বিলাস বলা হয়। অল্পমাত্রায় বেশাদি ধারণেও যে শোভা তাহাই বিচ্ছিত্তি। অভিসারাদিতে অতি সম্ভ্রমবশতঃ হারমাল্যাদি স্থান বিপর্য্যয়ের নাম বিভ্রম। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পথরোধাদিতে হর্ষবশতঃ গর্ব্ব, বিলাস, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধের মিশ্রিত-ভাবকে কিলকিঞ্চিত বলা হয়। কান্তার বার্ত্তা-শ্রবণে পুলকাদির দ্বারা অভিলাষের প্রাকট্যকে কুট্টমিত বলে। অধরখণ্ডন ও স্তনাকর্ষণাদিতে আনন্দ হইলেও ব্যথা প্রকাশের নাম কুট্টমিত। বাঞ্ছিত বস্তুতেও গর্ব্ববশতঃ অনাদরের নাম বিব্বোক। ভ্রূ-ভঙ্গী, অঙ্গ-ভঙ্গী ও হস্ত-ভঙ্গীর দ্বারা ভ্রমর নিবারণাদির চেষ্টা ললিত। লজ্জাদি জনিত নিজ কার্য্য যাহা প্রকাশ না কিন্তু চেষ্টা দ্বারা ব্যক্ত করে, তাহা বিকৃত। এই বিংশতি প্রকাশ অলঙ্কার। জ্ঞাত-বিষয়েরও অজ্ঞের ন্যায় প্রশ্ন করার নাম মৌগ্ধ্য। কান্তের সম্মুখে ভ্রমরাদি দেখিয়া ভয়ে চকিত হওয়া—এই দুইটী অধিক অলঙ্কার ॥৮॥

অথান্যে অনুভাবাঃ। নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্যস্রংসনং গাত্রমোটনং জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ ॥৯॥

অনুবাদ—অতঃপর অন্য অনুভাব সমূহ। নীবী, উত্তরীয়,

কেশের স্খলন, গাত্র-মোটন, জৃম্ভা, ঘ্রাণের প্রফুল্লতা এবং নিশ্বাসাদিও অনুভাব বলিয়া কথিত হয় ॥৯॥

অনুকিরণ—অনুভাব সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"বিজয় গদগদস্বরে কহিলেন,—"প্রভো, এখন আমাকে অনুভাব-সমুদায় ভাল করিয়া বলুন। কৃষ্ণ-চরিতের এক অংশ লীলার বিষয় বলিয়াছেন। অনুভাব জানিতে পারিলে কৃষ্ণচরিত সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারিব।

গোস্বামী। অনুভাব—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক-ভেদে তিনপ্রকার।

বিজয়। অলঙ্কার কি?

গোস্বামী। ব্রজললনাদিগের যৌবনকালে বিংশতি প্রকার অলঙ্কার সত্ত্বজ বলিয়া উক্ত। কান্তে সর্ব্বদা অভিনিবেশবশতঃ সেই সব অদ্ভুতরূপে উদিত হয়। যথা,—

অঙ্গজ—১। ভাব, ২। হাব, ৩। হেলা।

অযত্নজ—৪। শোভা, ৫। কান্তি, ৬। দীপ্তি, ৭। মাধুর্য্য, ৮। প্রগল্‌ভতা, ৯। ঔদার্য্য, ১০। ধৈর্য্য।

স্বভাবজ—১১। লীলা, ১২। বিলাস, ১৩। বিচ্ছিত্তি, ১৪। বিভ্রম, ১৫। কিলকিঞ্চিত, ১৬। মোট্টায়িত, ১৭। কুট্টমিত, ১৮। বিব্বোক, ১৯। ললিত, ২০। বিকৃত।

বিজয়। এস্থলে ভাব কি?

গোস্বামী। উজ্জ্বল-রসে নির্ব্বিকার চিত্তে রতি বলিয়া ভাবের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার প্রথম বিক্রিয়াই এই স্থলে ভাব বলিয়া উক্ত। চিত্তের অবিকৃতির নাম সত্ত্ব। বিকৃতির কারণ উপস্থিত

হইলে বীজের আদি বিকারের ন্যায় যে আদি বিকার উদিত হয়, তাহাই—'ভাব'।

বিজয়। প্রভো, হাব কি প্রকার?

গোস্বামী। গ্রীবাকে তির্য্যক্ করিয়া ভাবক্রমে ঈষৎ প্রকাশরূপ ভ্রূনেত্রাদি বিকাশ করাকে 'হাব' বলা যায়।

বিজয়। হেলা কি?

গোস্বামী। হাব যখন স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তখন তাহাকে 'হেলা' বলে।

বিজয়। শোভা কি?

গোস্বামী। রূপ ও সম্ভোগাদি-দ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ তাহাই 'শোভা'।

বিজয়। কান্তি কি?

গোস্বামী। মন্মথতর্পণদ্বারা যে উজ্জ্বল শোভা হয়, তাহাই 'কান্তি'।

বিজয়। দীপ্তি কি?

গোস্বামী। বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদিদ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া কান্তি অতিশয় বিস্তৃতা হইলে 'দীপ্তি' নাম প্রাপ্ত হয়।

বিজয়। মাধুর্য্য কি?

গোস্বামী। চেষ্টা সমূহের সর্ব্বাবস্থায় যে চারুতা তাহাই এস্থলে 'মাধুর্য্য'।

বিজয়। প্রগল্‌ভতা কি?

গোস্বামী। প্রয়োগে নিঃশঙ্কত্বকে 'প্রগল্‌ভতা' বলেন। কান্তের অঙ্গে অঙ্গ প্রয়োগাদিই এস্থলে—প্রয়োগ।

বিজয়। ঔদার্য্য কি?

গোস্বামী। সর্ব্বাবস্থগত বিনয়কে 'ঔদার্য্য' বলে।

বিজয়। ধৈর্য্য কিরূপ ?

গোস্বামী। চিত্তোন্নতির স্থির ভাবই—'ধৈর্য্য'।

বিজয়। এস্থলে লীলা কিরূপ ?

গোস্বামী। রম্যবেশ ও ক্রিয়াদিদ্বারা প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণই 'লীলা'।

বিজয়। বিলাস কিরূপ ?

গোস্বামী। গমন, স্থিতি, আসন, মুখ ও নেত্রাদির প্রিয়-সঙ্গম-জন্য যে তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য তাহাই—'বিলাস'।

বিজয়। বিচ্ছিত্তি কি ?

গোস্বামী। অল্প বেশ রচনাতেও যদি—কান্তির পুষ্টি করে, তাহাকে 'বিচ্ছিত্তি' বলে। কোন কোন রসজ্ঞের মতে, অপরাধী কান্ত আসিলে সখীদিগের প্রযত্নে ভূষণাদি ধারণ করিয়াছি, এরূপ ঈর্ষা-অবজ্ঞাবতী স্ত্রীর ভাবকেও বিচ্ছিত্তি বলা যায়।

বিজয়। বিভ্রম কি ?

গোস্বামী। স্বীয় বল্লভ-প্রাপ্তি সময়ে মদনাবেশজনিত ভ্রমবশতঃ হারমাল্যাদির অযথাস্থানে ধারণ কার্য্যই 'বিভ্রম'।

বিজয়। কিলকিঞ্চিত কি ?

গোস্বামী। গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ, এই সকলকে হর্ষক্রমে অযথা মিলন করার নাম 'কিলকিঞ্চিত'।

বিজয়। মোট্টায়িত কি ?

গোস্বামী। কান্ত-স্মরণ ও তদীয় বার্ত্তা-প্রাপ্তি সময়ে হৃদয়ে যে ভাব, সেই ভাব হইতে যে অভিলাষ প্রকটিত হয়, তাহাই 'মোট্টায়িত'।

বিজয়। কুট্টমিত কি ?

গোস্বামী। স্তন-অধরাদি গ্রহণ সময়ে হৃদয়ে প্রীতি হইলেও সম্ভ্রম হইতে যে বাহ্য ক্রোধ ব্যথার ন্যায় উদিত হয়, তাহাই 'কুট্টমিত'।

বিজয়। বিব্বোক কি ?

গোস্বামী। গর্ব্ব ও মান হইতে ইষ্ট বস্তু অর্থাৎ কান্ত প্রতি যে অনাদর-প্রকাশ হয়, তাহাই 'বিব্বোক'।

বিজয়। ললিত কি ?

গোস্বামী। অঙ্গসকলের বিন্যাসভঙ্গি ও ভ্রূবিলাসের মনোহারিতা হইতে যে সৌকুমার্য্য প্রকাশ হয়, তাহাই 'ললিত'।

বিজয়। বিকৃত কি ?

গোস্বামী। লজ্জা, মান, ঈর্ষাদিদ্বারা বিবক্ষিত বিষয় বাক্যের দ্বারা না বলিয়া চেষ্টা প্রকাশ করা হয়, তাহাই 'বিকৃত'। এই বিংশতি প্রকার আঙ্গিক ও চিত্তজ। এতদতিরিক্ত রসজ্ঞগণ মৌগ্ধ্য ও চকিত নামে আর দুইটী অলঙ্কার স্বীকার করেন।

বিজয়। মৌগ্ধ কি ?

গোস্বামী। প্রিয়জনের অগ্রে জ্ঞাত বিষয়েও অজ্ঞাত বিষয়ের ন্যায় যে প্রশ্ন হয়, তাহাই 'মৌগ্ধ্য'।

বিজয়। চকিত কি ?

গোস্বামী। ভয়ের স্থান নাই অথচ প্রিয়জনের নিকট মহৎ ভয় প্রকাশ করার নাম 'চকিত'।

বিজয়। প্রভো, অলঙ্কার সমস্তই শুনিলাম ; এখন উদ্ভাস্বর বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুন।

গোস্বামী। হৃদয়ের ভাব শরীরে উদ্ভাসিত হইলে তাহার নাম 'উদ্ভাস্বর'। মধুররসে নীবি, উত্তরীয় ও ধম্মিল্লের ভ্রংশন, গাত্র-মোটন, জৃম্ভা, ঘ্রাণের প্রফুল্লতা এবং নিঃশ্বাস ইত্যাদি 'উদ্ভাস্বর'।

বিজয়। এই সমস্ত যাহাকে উদ্ভাস্বর বলিয়া নামকরণ করিলেন, সে সমুদায়ই মোট্টায়িত ও বিলাসের অন্তর্গত করিলে তত্ত্বের লাঘব হইত।

গোস্বামী। তথাপি এই সকলদ্বারা কোন বিশেষ শোভার পোষণ হয়। এইজন্যই ইহাদিগকে পৃথগ্‌রূপে সংগৃহীত করা হইয়াছে।

বিজয়। প্রভো, এখন বাচিক অনুভাব ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দ্দেশ ও ব্যপদেশ-ভেদে 'বাচিক অনুভাব' দ্বাদশ প্রকার।

বিজয়। 'আলাপ' কি?

গোস্বামী। চাটুপ্রিয়বাক্যের উক্তির নাম 'আলাপ'।

বিজয়। 'বিলাপ' কি?

গোস্বামী। দুঃখজনিত বাক্‌প্রয়োগের নাম 'বিলাপ'।

বিজয়। 'সংলাপ' কি?

গোস্বামী। উক্তি ও প্রত্যুক্তিবিশিষ্ট বাক্যালাপকে 'সংলাপ' বলে।

বিজয়। 'প্রলাপ' কি?

গোস্বামী। বৃথা আলাপকে 'প্রলাপ' বলা যায়।

বিজয়। 'অনুলাপ' কি?

গোস্বামী। মুহুর্মুহু এক কথা আলাপের নাম 'অনুলাপ'।

বিজয়। 'অপলাপ' কি?

গোস্বামী। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অন্যপ্রকার অর্থ যোজনার নাম 'অপলাপ'।

বিজয়। 'সন্দেশ' কি?

গোস্বামী। প্রোষিত কান্তার নিকট স্বীয় বার্ত্তা-প্রেরণই 'সন্দেশ'।

বিজয়। 'অতিদেশ' কি?

গোস্বামী। তাহার উক্তিই আমার উক্তি, এইরূপ যে বাক্য তাহাই 'অতিদেশ'।

বিজয়। 'অপদেশ' কি ?

গোস্বামী। অন্য বাক্যের দ্বারা যে কথা সূচিত হয়, তাহাই 'অপদেশ'।

বিজয়। 'উপদেশ' কি ?

গোস্বামী। শিক্ষার জন্য যে বচন বলা যায়, তাহাই 'উপদেশ'।

বিজয়। 'নির্দ্দেশ' কি ?

গোস্বামী। আমি সেই ব্যক্তিই বটে, এরূপ কথাই 'নির্দ্দেশ'।

বিজয়। 'ব্যপদেশ' কি ?

গোস্বামী। ছল করিয়া আত্মাভিলাষ প্রকাশ করায় নাম 'ব্যপদেশ'। এই সমস্ত অনুভাব সকল রসেই আছে। কিন্তু অধিক মাধুর্য্যপোষক বলিয়া উজ্জ্বল রসেও কীর্ত্তিত হইল।

বিজয়। প্রভো, রসবিষয়ে অনুভাব বলিয়া একটী পৃথক ব্যাপার করিবার তাৎপর্য্য কি ?

গোস্বামী। আলম্বন উদ্দীপনের সংযোগে হৃদয়ে যে ভাব হয়, তাহাই অঙ্গে প্রকটিত হইলে 'অনুভাব' নাম প্রাপ্ত হয়। পৃথক করিয়া না দেখাইলে তত্ত্বের পরিস্ফুতি হয় না ॥৮-৯॥

অথ সাত্ত্বিকাঃ। স্বেদস্তম্ভাদয়োঽষ্টধূমায়িত-জ্বলিত-দীপ্ত-সুদীপ্তাঃ ॥১০॥

অনুবাদ—অনন্তর সাত্ত্বিক ভাব সমূহ। ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, সুদীপ্ত, স্বেদ, স্তম্ভাদি অষ্টপ্রকার ॥১০॥

অনুকিরণ—সাত্ত্বিক ভাব সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"প্রভো, সাত্ত্বিকবিকার কাহাকে বলে ?

গোস্বামী। চিত্ত কৃষ্ণসম্বন্ধী কোন ভাবের দ্বারা সাক্ষাৎ বা কিছু

ব্যবধানক্রমে যখন আক্রান্ত হন, তখন সেই চিত্তকেই 'সত্ত্ব' বলা যায়। সেই সত্ত্ব হইতে যে সকল ভাব সমুৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে সাত্ত্বিকভাব বলি ; তাহা স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ-ভেদে ত্রিবিধ।

ব্রজনাথ। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব কিরূপ ?

গোস্বামী। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। যেস্থলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধে মুখ্যরতি চিত্তকে আক্রমণ করে, সেই স্থলে মুখ্যস্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব—স্তম্ভ-স্বেদাদি মুখ্যসাত্ত্বিকভাবের মধ্যে পরিগণিত। যেস্থলে কৃষ্ণসম্বন্ধিনী রতি কিঞ্চিদ্ব্যবধানক্রমে গৌণরূপে চিত্তকে আক্রমণ করে, সেস্থলেগৌণ-স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব,—বৈবর্ণ ও স্বরভেদ, এই দুইটী গৌণ-সাত্ত্বিক ভাব। মুখ্য ও গৌণরতির ক্রিয়া ব্যতীত কোনভাব চিত্তকে আক্রমণ করিলে রতির অনুগামী দিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব উদিত হয়—কম্পই দিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব। কোন রতিশূন্য ভক্তসদৃশ ব্যক্তিতে কৃষ্ণের মধুর আশ্চর্য্য বার্ত্তা শ্রবণের পর বিস্ময় হইতে কখন কখন যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহাই রুক্ষ,—রোমাঞ্চই রুক্ষ সাত্ত্বিকভাব।

ব্রজনাথ। সাত্ত্বিক ভাব কিরূপে উদিত হয়।

গোস্বামী। যখন সাধকের চিত্ত সত্ত্বভাবের সহিত একতা লাভ করিয়া আপনাকে প্রাণের নিকট সমর্পণ করে, তখন প্রাণ বিকারযুক্ত হইয়া শরীরের যথেষ্ট ক্ষোভ উৎপাদন করে, তখনই স্তম্ভাদি বিকার উদিত হয়।

ব্রজনাথ। সাত্ত্বিক বিকার কত প্রকার ?

গোস্বামী। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু অর্থাৎ কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু, প্রলয়—এই অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিকবিকার। প্রাণ কোন অবস্থায় আর চারিটী ভূতের সহিত পঞ্চম ভূত হইয়া অবস্থিতি করেন, কখন বা স্বপ্রধান হইয়া জীবদেহে বিচরণ করিতে থাকেন।

প্রাণ যখন ভূমিস্থিত, তখন 'স্তম্ভ'; যখন জলাশ্রিত, তখন 'অশ্রু'; যখন তেজস্থ, তখন 'বৈবর্ণ' এবং স্বেদ বা ঘর্ম্ম; যখন আকাশাশ্রিত, তখন 'প্রলয়', বা মূর্চ্ছা, এবং যখন স্বপ্রধান বাতাশ্রিত, তখন মন্দ-মধ্য-তীব্র-ভেদে রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভেদ—এই সকল বিকার প্রকাশ করেন। এই অষ্টপ্রকার বিকার বহিঃ ও অন্ত, উভয় বিক্ষোভপ্রযুক্ত ইহাদিগকে অনুভাবও বলা যায়, ভাবও বলা যায়। অনুভাব সকল কেবল বহির্বিক্ষোভপ্রযুক্ত সাত্ত্বিকভাব নামে উক্ত হয় না; যথা,—নৃত্যাদিতে সত্ত্বোৎপন্ন ভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়া করে না; বুদ্ধিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া ক্রিয়া করে; কিন্তু স্তম্ভাদিতে বুদ্ধিকে অপেক্ষা না করিয়া সাত্ত্বিকভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়া করে, এই কারণেই অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাবকে পৃথক্ করা হইয়াছে।

ব্রজনাথ। স্তম্ভাদির হেতু একটু জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। স্তম্ভ, হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ এবং অমর্ষ হইতে রাগাদিরহিত শূন্যতারূপ নৈশ্চল্যকে স্তম্ভ বলা যায়। হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি-জনিত শরীরের ক্লেদকর আর্দ্রতারূপ স্বেদ। আশ্চর্য্য, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি হইতে রোমোদ্গমের নাম রোমাঞ্চ। বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, হর্ষ, ভয়াদি হইতে গদ্গদ-বচনরূপ স্বরভেদ উদিত হয়। ভয়, ক্রোধ ও হর্ষাদি হইতে যে লৌল্য উদিত হয়, তাহার নাম বেপথু। বিষাদ, রোষ ও ভয়াদি হইতে বৈবর্ণরূপ বর্ণবিক্রিয়া জন্মে। হর্ষ, রোষ, বিষাদাদিদ্বারা চক্ষে যে জলোদ্গম হয় তাহার নাম অশ্রু; হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলত্ব, ক্রোধাদিজনিত অশ্রুতে উষ্ণত্ব হয়। সুখ ও দুঃখের দ্বারা চেষ্টা ও জ্ঞানশূন্যতা এবং ভূমিতে নিপতনাদি হইলে তাহাকে প্রলয় বলে। সাত্ত্বিকভাবসকল সত্ত্বতারতম্যপ্রযুক্ত উত্তরোত্তর ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত—এই চারিপ্রকার। রুক্ষ সাত্ত্বিক ধূমায়িত হইয়া থাকে;

স্নিগ্ধ ভাবসকল ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ অবস্থা লাভ করে; রতিই সর্ব্বানন্দ-চমৎকারের হেতু, রত্যাভাবে কৃষ্ণাদি চমৎকারিত্ব নাই" ॥১০॥

অথ ব্যভিচারিণঃ। নির্ব্বেদবিষাদাদ্যা ভাবাঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ব্যভিচারী ভাব। নির্ব্বেদ ও বিষাদাদি ভাব-সমূহই ব্যভিচারী ভাব ॥ ১১ ॥

অনুকিরণ—ব্যভিচারী ভাব সম্বন্ধেও 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"গোস্বামী। ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটী। স্থায়িভাবের প্রতি বিশেষরূপে অভিমুখী হইয়া এই তেত্রিশটী ভাব বিচরণ করে বলিয়া তাহাদিগকে ব্যভিচারী বলে। ইহারা বাক্, অঙ্গ ও সত্ত্বদ্বারা সূচিত হইয়া সঞ্চারিত হয় বলিয়া তাহাদিগকে সঞ্চারিত-ভাবও বলে। তাহারা স্থায়িভাবরূপ অমৃতসাগরে উর্ম্মির ন্যায় উত্থিত হইয়া সমুদ্রকে পরিবর্দ্ধন করতঃ তাহাতে মগ্ন হয়। তেত্রিশটী ভাব, যথা :—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ (উদ্বেগ), উন্মাদ. অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা (ভাবগোপন), স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঐগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ ॥ ১১ ॥

অথ ভাবোৎপত্তিঃ ভাবসন্ধিঃ ভাবশাবল্যো ভাবশান্তিরিতি দশাচতুষ্টয়ম্। ভাবোৎপত্তিঃ স্পষ্টার্থা; ভাবদ্বয়স্য মিলনং ভাবসন্ধিঃ; পূর্ব্বপূর্ব্বভাবস্য যঃ পরপরভাবেনোপমর্দ্দঃ স এব ভাবশাবল্যং; ভাবশান্তির্ভাবস্যান্তর্দ্ধানমেব ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভাবোৎপত্তি, ভাব-সন্ধি, ভাব-শাবল্য ও ভাবশান্তি এই চারি প্রকার দশা। ভাবের উৎপত্তিই ভাবোৎপত্তি—স্পষ্টার্থ। ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম ভাব-সন্ধি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব যাহা

পর পর ভাবের দ্বারা উপমর্দ্দিত, তাহাই ভাব-শাবল্য। ভাবের অন্তর্দ্ধানই ভাব-শান্তি ॥ ১২ ॥

অনুকিরণ—ভাবের উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তিরূপ চারিটী দশার সম্বন্ধেও শ্রীল ঠাকুরের 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"গোস্বামী। সমানরূপ অথবা ভিন্নরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম সন্ধি। ইষ্টজাত জড়তা অনিষ্টজাত জড়তা একই কালে উদিত হইয়া সমানরূপ ভাব-সন্ধির স্থল; হর্ষ ও আশঙ্কা একত্রোদিত হইয়া ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সন্ধির স্থল হয়।

ব্রজনাথ। ভাব-শাবল্য কিরূপ?

গোস্বামী। ভাবদিগের পরস্পর সংমর্দ্দকে ভাবশাবল্য বলে। কৃষ্ণ-কথা শুনিয়া কংসের যে ক্রোধ ও ত্রাস হয়, তাহা ভাবশাবল্য।

ব্রজনাথ। ভাব-শান্তি কিরূপ?

গোস্বামী। অত্যারূঢ়-ভাবের বিলয়কে শান্তি বলে। কৃষ্ণের অদর্শনে ব্রজশিশুগণ চিন্তাকুল হইলে দূর হইতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণে তাঁহাদিগের চিন্তার শান্তি হইল—ইহাই বিষাদের শান্তি-দশা" ॥১২॥

অথ স্থায়ীভাবঃ; মধুরা রতিঃ। সা চ ত্রিবিধা; সাধারণী, সমঞ্জসা সমর্থা ইতি। কুব্জায়াং সাধারণী সাধারণমণিবৎ। পট্টমহিষীষু সমঞ্জসা চিন্তামণিবৎ; ব্রজদেবীষু সমর্থা কৌস্তুভ-মণিবৎ। সামান্যভাবেন স্বসুখতাৎপর্য্যরতিঃ সাধারণী। কৃষ্ণস্য নিজস্য চ সুখতাৎপর্য্যরতিঃ পত্নীভাবময়ী সমঞ্জসা। কেবল কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যরতিঃ পরাঙ্গনাময়ী সমর্থা ॥১৩॥

অনুবাদ—অনন্তর স্থায়ীভাব। মধুরারতি—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে ত্রিবিধ। কুব্জাতে—সাধারণী অর্থাৎ সাধারণ মণীর ন্যায়।

পট্ট-মহিষী বর্গে সমঞ্জসা অর্থাৎ চিন্তামণির ন্যায়। আর ব্রজদেবী-দিগেতে সমর্থা অর্থাৎ কৌস্তুভ-মণির ন্যায়। সামান্যভাবে নিজ সুখ-তাৎপর্য্যযুক্ত রতি সাধারণী। শ্রীকৃষ্ণের এবং নিজের সুখ-তাৎপর্য্য-যুক্ত পত্নীভাবময়ী রতি—সমঞ্জসা। আর কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট পরাঙ্গণাময়ী রতিই সমর্থা ॥১৩॥

অথ সমর্থা প্রথমদশায়াং রতির্বীজবৎ, প্রেমা ইক্ষুবৎ, স্নেহো রসবৎ, ততো মানং গুড়বৎ, ততঃ প্রণয়ঃ খণ্ডবৎ, ততো রাগঃ শর্করাবৎ, ততোঽনুরাগঃ সিতাবৎ, ততো মহাভাবঃ সিতোপলবৎ। অথ প্রেমা। তত্র পূর্ব্বসংস্কারতো বা শ্রবণ-দর্শনাদিভ্যঃ বা কৃষ্ণে প্রীত্যা মন-লগ্নতা রতিঃ। বিঘ্নসম্ভবেঽপি হ্রাসাভাবঃ প্রেমা। চিত্তস্য দ্রবীভাব-নিদানং স্নেহঃ। তত্র চন্দ্রাবল্যাদৌ তদীয়তাভাবেন ঘৃতস্নেহশ্চ আদরময়ো ভাবান্তর-মিশ্রিত এব সুরসো যথা ঘৃতম; শ্রীরাধাদৌ মদীয় ভাবেন মধুস্নেহ আদরশূন্যঃ স্বতঃ এব সুরসো যথা মধু। অথ মানঃ। স্নেহাধিক্যেন ভদ্রাভদ্রহেতুনা বা রোষেণ বা হেতুনা বিনৈব বা কৌটিল্যং মানঃ। চন্দ্রাবল্যাদৌ দাক্ষিণ্যোদাত্তঃ ক্বচিৎ বাম্য গন্ধোদাত্তঃ: শ্রীরাধাদৌ তু ললিতঃ। অথ প্রণয়ঃ। মনো-দেহেন্দ্রিয়ৈরৈক্যভাবনাময়ো বিশ্রম্ভঃ প্রণয়ঃ; সখ্যং মৈত্রঞ্চ। অথ রাগঃ। চন্দ্রাবল্যাদৌ নীলরাগঃ স্বলগ্নভাবাবরণঃ। তত্রৈব শ্যামরাগোঽপি প্রায়ো ভদ্রাদৌ চিরসাধ্যরূপঃ। শ্রীরাধাদৌ তু মঞ্জিষ্ঠারাগোঽনন্যাপেক্ষো ভাবাবরণশূন্যঃ। তথৈব শ্যামলাদৌ কুসুম্ভরাগঃ সুখসাধ্যত্বাৎ কিঞ্চিদন্যাপেক্ষঃ। পাত্রস্যাদ্গুণ্যাৎ স্থিতিঃ। অথানুরাগঃ। শ্রীকৃষ্ণ সদানুভূয়তে অথচ নবনবাপূর্ব্ব

ইব বুদ্ধির্যতো ভবতি সঃ অনুরাগঃ। তত্র চাপ্রাণিন্যপি জন্ম-লালসা প্রেমবৈচিত্ত্যং বিচ্ছেদেঽপি স্ফূর্ত্তিরিত্যাদি ক্রিয়াঃ। অথ মহাভাবঃ। স এব রূঢ় অধিরূঢ় ইতি দ্বিবিধঃ। কৃষ্ণস্য সুখে পীড়াশঙ্কয়া নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র স রূঢ়-মহাভাবঃ। কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি সমস্তবৃশ্চিকসর্পাদিদংশকৃতদুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি এবম্ভূতে কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যতো ভবতি, সোঽধিরূঢ়ঃ মহাভাবঃ। অধিরূঢ়স্যৈব মোদনো মাদন ইতি দ্বৌ রূপৌ ভবতঃ। যস্য উদয়ে কৃষ্ণস্য তৎপ্রেয়সীনাং মহাক্ষোভশ্চমৎকারো ভবেৎ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকবিকারদর্শনাৎ স মোদনঃ। স তু রাধিকাযূথ এব ভবতি নান্যত্র। মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মাদনো ভবেৎ। যস্য উদয়ে সতি পট্টমহিষীগণা-লিঙ্গিতস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্য মূর্চ্ছা ভবতি রাধাবিরহতাপেন, ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্বং, তিরশ্চামপি রোদনঞ্চ। প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মাদনোঽয়মুদঞ্চতি। মাদনস্য এব বৃত্তিভেদো দিব্যোন্মাদঃ। যত্র উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদয়ঃ প্রেমময়োঽবস্থাঃ সন্তি। যত্রানন্তভাবোদ্‌গমঃ বনমাল্যায়ামপি ঈর্ষা পুলিন্দেষ্বপি শ্লাঘা তমালস্পর্শিন্যা মালত্যা ভাগ্যবর্ণনঞ্চ। এষ মাদনঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ শ্রীরাধায়ামেব নান্যত্র ॥১৪॥

অনুবাদ—অনন্তর সমর্থা-রতি প্রথম দশায় বীজের ন্যায়। প্রেম—ইক্ষুর ন্যায়, স্নেহ—রসের ন্যায়, তারপর মান—গুড়ের ন্যায়, তারপর প্রণয়—খণ্ডের ন্যায়, রাগ—শর্করার ন্যায়, অনুরাগ—সীতার ন্যায়,

মহাভাব—সীতোপল-ন্যায়। অনন্তর প্রেম—তন্মধ্যে পূর্ব্ব সংস্কার বশে অথবা শ্রবণ-দর্শনাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি-দ্বারা চিত্তের সংলগ্নতা রতি। বিঘ্নের সম্ভবনা স্বত্বেও, হ্রাস না হওয়া প্রেম। চিত্তে দ্রবী ভাবের কারণ স্নেহ। তন্মধ্যে চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে তদীয়তার অভাবের দ্বারা ঘৃত স্নেহ। ভাবান্তর মিশ্রিত আদরময়ই সুরস, যেমন ঘৃত। শ্রীরাধা প্রভৃতিতে মদীয় ভাবের দ্বারা মধু-স্নেহ, আদরশূন্য স্বতঃই সুরস অর্থাৎ মধুর, যেমন মধু। অনন্তর মান—স্নেহের আধিক্যবশতঃ ভদ্রাভদ্র হেতু মূলে বা রোষ-বশতঃ অথবা হেতুবিনাই যে কোটিল্য তাহাই মান। চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে দাক্ষিণ্য-উদাত্ত কখনও বাম্য-গন্ধোদাত্ত কিন্তু শ্রীরাধিকা প্রভৃতিতে ললিত। অনন্তর প্রণয়—কান্তের মন-দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সহিত ঐক্য-ভাবনা-ময় বিশ্রম্ভ প্রণয়। সখ্য ও মৈত্র ভেদে প্রণয় দুইপ্রকার। অনন্তর রাগ—চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে স্বলগ্ন-ভাবাবরণ-রূপ নীল-রাগ। সেস্থলে শ্যাম-রাগও ভদ্রাদিতে চির সাধ্যরূপ। শ্রীরাধিকাদিতে কিন্তু মঞ্জিষ্ঠা-রাগ তাহা অনন্যাপেক্ষ ও ভাবাবরণ-শূন্য। সেই প্রকারই শ্যামলাদিতে কুসুম্ভ-রাগ, সুখ সাধ্যতা-হেতু কিঞ্চিৎ অন্যাপেক্ষাযুক্ত। পাত্রের গুণানুসারেই স্থিতি। অনন্তর অনুরাগ—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও প্রত্যেক বার নূতন নূতনই বোধ হওয়ার নাম অনুরাগ। সেই অবস্থাতে অপ্রাণীতেও জন্ম-লালসা প্রেম-বৈচিত্ত্য, বিচ্ছেদকালেও স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া দেখা যায়। অনন্তর মহাভাব—তাহা আবার রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দুইপ্রকার। শ্রীকৃষ্ণের সুখকালে পীড়া-শঙ্কা-হেতু নিমেষকালের জন্যও (অদর্শন) যেখানে অসহিষ্ণুতাদি-বোধ তাহা রূঢ়মহাভাব। কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত সুখ যাঁর দর্শন-সুখের লেশও নহে এবং সমস্ত বৃশ্চিক-সর্পাদির দংশন-জনিত দুঃখও যাঁহার অদর্শনজনিত দুঃখের লেশও নহে, কৃষ্ণ সংযোগ ও বিয়োগ জাত এবম্ভূত

সুখ দুঃখের অনুভব অধিরূঢ় মহাভাব। অধিরূঢ় মহাভাবেরই মোদন ও মাদন এই দ্বিবিধ রূপ। সুদীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার দর্শন হেতুও যাহার উদয়ে কৃষ্ণের এবং তদ্-প্রেয়সীগণের মহাক্ষোভ ও চমৎকার ভাব জন্মে তাহাই মোদন। তাহা কিন্তু রাধিকার যূথেই হয়, অন্যত্র নহে। এই মোদন আবার বিচ্ছেদ দশাতেই মাদন হয়। যাহার উদয় হইলে পট্ট-মহিষিগণের দ্বারা আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীরাধাবিরহতাপে মূর্চ্ছা হয়। ইহা ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভ জন্মায় এবং তরুলতাকেও ক্রন্দন করায়। বৃন্দাবনেশ্বরীতে প্রায়ই এই মাদন উদিত হয়। মাদনেরই বৃত্তিভেদ দিব্যোন্মাদ; যে অবস্থায় উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্পাদি প্রেমময় অবস্থা সমূহ প্রকাশ পায়। এই অবস্থাতে অনন্ত ভাবের উদ্গম; বনমালাতেও ঈর্ষা, পুলিন্দজাতীতেও শ্লাঘা, তমালস্পর্শিনী মালতীর ভাগ্য-বর্ণন ইত্যাদি। এই মাদন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা শ্রীরাধিকাতেই উদিত হয়, অন্যত্র নহে ॥১৪॥

অথৈষামাশ্রয়নির্ণয়ঃ। কুব্জায়াং সাধারণী রতিঃ প্রেম-পর্য্যন্তা। পট্টমহিষীষু সমঞ্জসা রতিঃ অনুরাগ-পর্য্যন্তা। তত্র সত্যভামা রাধিকানুসারিণী; লক্ষণা চ। রুক্মিণী তু চন্দ্রাবলী ভাবানুসারিনী: অন্যাশ্চ। ব্রজস্থ প্রিয়নর্ম্মসখানাং চ অনুরাগ-পর্য্যন্তা। ব্রজসুন্দরীণাং তু সমর্থা রতিঃ মহাভাবপর্য্যন্তা; সুবলাদীনাঞ্চ। তত্রাপি রাধিকাযূথ এব নান্যত্র। তত্রাপি মাদনঃ শ্রীরাধায়ামেব; ললিতা-বিশাখায়োরপি ॥১৫॥

অনুবাদ—অনন্তর ইহাদের আশ্রয়-নির্ণয়। কুব্জাতে সাধারণী রতি প্রেম পর্য্যন্ত। পট্ট-মহিষীদিগেতে সমঞ্জসা রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত। সত্যভামা ও লক্ষণা শ্রীরাধিকানুসারিণী। রুক্মিণী কিন্তু চন্দ্রাবলীর ভাবানুসারিণী। অন্য মহিষিগণেরও তদ্রূপ। ব্রজস্থিত প্রিয়নর্ম্ম সখাগণের

রতিও অনুরাগ পর্য্যন্ত। কিন্তু ব্রজ-সুন্দরিগণের সমর্থা-রতি মহাভাব পর্য্যন্ত। এবং সুবলাদিরও তদ্রূপ। তাহাও রাধিকার যূথেই, অন্যত্র নহে। তন্মধ্যে মাদন শ্রীরাধিকাতেই, ললিতা-বিশাখারও তদ্রূপ ॥ ১৫॥

অনুকিরণ—'রতি' সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'জৈবধর্ম্মে' পাই,—

"বিজয়। রতি কত প্রকার?

গোস্বামী। রতি তিন প্রকার—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জায় সাধারণী রতি। তাহা সম্ভোগেচ্ছামূলা হওয়ায় তিরস্কৃত হইয়াছে। মহিষীদিগের রতি সমঞ্জসা, কেননা তাহা লোকধর্ম্ম-অপেক্ষায় বিবাহ-বিধিদ্বারা উদ্‌বুদ্ধ। গোকুল-দেবীদিগের রতি সমর্থা, যেহেতু তাহা লোক ও ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান। সমর্থা যে অসমঞ্জসা তাহা নয়। পরম পারমার্থিক বিচারে সমর্থাই অতি-সমঞ্জসা। সাধারণী রতি মণির ন্যায়, সমঞ্জসারতি চিন্তামণির ন্যায় এবং সমর্থা রতি জগদ্দুর্লভ কৌস্তুভের ন্যায় অনন্যলভ্যা।

বিজয় ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—'কি অপূর্ব্ব কথা হইতেছে। আমি সাধারণী-রতির লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করি।'

গোস্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া সম্ভোগেচ্ছা হইতে যে অতি গাঢ় নয় এরূপ রতি উদিত হয়, তাহা সাধারণী। এই রতির গাঢ়ত্ব-অভাবে সম্ভোগেচ্ছা ইহার নিদান। সম্ভোগেচ্ছা হ্রাস হইলে এ রতিও হ্রাস হইয়া পড়ে।

বিজয়। সমঞ্জসা রতি কি প্রকার?

গোস্বামী। গুণাদি শ্রবণ হইতে উৎপন্ন পত্নীভাবাভিমানস্বরূপা

গাঢ়রতিই সমঞ্জসা। কখন কখন তাহাতে সম্ভোগেচ্ছা উদিত হয়, সমঞ্জসা রতি সম্ভোগেচ্ছা হইতে পৃথক্ হইলে তদুত্থিত ভাবদ্বারা কৃষ্ণ বশ করা দুর্ঘট হয়।

বিজয়। সমর্থা রতি কি প্রকার?

গোস্বামী। রতিমাত্রেরই সম্ভোগেচ্ছা আছে। সাধারণী ও সমঞ্জসা রতির সম্ভোগেচ্ছা স্বার্থপরা। সেই সম্ভোগেচ্ছা হইতে নিঃস্বার্থ-লক্ষণ কোন বিশেষভাবপ্রাপ্ত সম্ভোগেচ্ছার সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ একই ভাবপ্রাপ্ত রতিই 'সমর্থা'।

বিজয়। সে বিশেষ কিরূপ, একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

গোস্বামী। সম্ভোগেচ্ছা দুইপ্রকার—প্রিয়জন দ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণ-সুখময়ী ইচ্ছা এক প্রকার এবং আপনার দ্বারা প্রিয়জন-ইন্দ্রিয়-তর্পণসুখ-ভাবনাময়ী ইচ্ছা অন্য প্রকার। প্রথমোক্ত ইচ্ছাকে কাম বলা যায়, কেননা তাহা স্বসুখোন্মুখী। দ্বিতীয়োক্ত ইচ্ছা প্রিয়জন-হিতোন্মুখী হওয়ায় প্রেমোন্মুখী। সাধারণী রতিতে প্রথমোক্ত ইচ্ছাই প্রবল। সমঞ্জসাতে তাহা প্রবল নয়। শেষোক্ত লক্ষণই সমর্থা রতির সম্ভোগেচ্ছার বিশেষ ধর্ম্ম।

বিজয়। সম্ভোগে প্রিয়জন-স্পর্শসুখ অবশ্য ঘটিয়া থাকে। সেই সুখের ইচ্ছা কি সমর্থার থাকে না?

গোস্বামী। অবশ্য সে ইচ্ছা দুর্ব্বার, তথাপি সমর্থার হৃদয়ে সে ইচ্ছা নিতান্ত দুর্ব্বল। এই বিশেষ ক্রমে রতিই বলবতী হইয়া তদ্রূপ-বিশিষ্ট সম্ভোগেচ্ছাকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া রতি ও সম্ভোগেচ্ছার একাত্মতা লাভ করেন। সেই রতি সর্ব্বাতিক্রমে সামর্থ্যপ্রযুক্ত 'সমর্থা' নাম প্রাপ্ত হন।

বিজয়। সমর্থা রতির বিশেষ মাহাত্ম্য কি?

গোস্বামী। পূর্ব্বোক্ত অভিযোগাদির মধ্যে অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ অথবা তদীয় হইতেই হউক বা রতির স্বাভাবিক স্বরূপ হইতেই হউক এই সমর্থারতি জাত হইবামাত্র সকল বিস্মরণ-করণ-ক্ষমতাযুক্ত হইয়া অতি গাঢ়রূপে প্রতীয়মান হন।

বিজয়। সম্ভোগেচ্ছা শুদ্ধা রতিতে কিরূপে মিলিত হইয়া একাত্মতা লাভ করে?

গোস্বামী। ব্রজললনাদিগের সমর্থা রতি কেবল কৃষ্ণ সুখের জন্য। সম্ভোগে যে নিজ সুখ আছে, তাহাও কৃষ্ণসুখের অনুকূল বলিয়া স্বীকৃত। সুতরাং সম্ভোগেচ্ছা ও কৃষ্ণসুখময়ী রতি সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত বিলাসোর্ম্মিচমৎকারী শ্রীধারণপূর্ব্বক আপনা হইতে সম্ভোগেচ্ছাকে পৃথক্ সত্তায় থাকিতে দেন না। সমঞ্জসাতে স্বীয় সুখে ঐ রতি কখন কখন পর্য্যবসিত হইতে পারে।

বিজয়। আহা! এ কি অপূর্ব্ব রতি! ইহার চরম মাহাত্ম্য শুনিতে বাসনা হয়।

গোস্বামী। এই রতি প্রৌঢ়া-ভাব প্রাপ্ত হইয়া মহাভাব-দশাকে লাভ করেন। সমস্ত বিমুক্ত পুরুষেরা ইহার অন্বেষণ করেন এবং পঞ্চবিধ ভক্ত, যাহার যতদূর সাধ্য পাইয়া থাকেন।

বিজয়। প্রভো, এই রতির ক্রমোন্নতি জানিতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। "স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেম্না প্রোচ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥"
(উজ্জ্বল, স্থায়ীভাব প্রঃ, ৪৪)

তাৎপর্য্য এই, মধুরাখ্যা রতি বিরুদ্ধ ভাবদ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হয়। তখন তাহার নাম 'প্রেম'। সেই প্রেম ক্রমে ক্রমে নিজ মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব-রূপ ধারণ করেন।

বিজয়। প্রভো, ইহার একটী সাধারণ উদাহরণ বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। ইক্ষুদণ্ডের বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও ক্রমশঃ সিতোৎপল হয়। তদ্রূপ রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব এক বস্তুরই ক্রমোন্নতি। ভাব শব্দে এস্থলে মহাভাব।

বিজয়। এই সকল পৃথক্ পৃথক্ নাম থাকিতেও এক প্রেম শব্দে সমস্ত ভাবকে কেন বলা হয়?

গোস্বামী। স্নেহাদি ছয়টি প্রেমের বিলাসক্রম। এতন্নিবন্ধন পণ্ডিতগণ প্রেম শব্দ দ্বারা সেই সকলকে উদ্দেশ করেন। যাঁহার যে জাতীয় কৃষ্ণপ্রেম উদিত, তাঁহাতে কৃষ্ণেরও সেই জাতীয় প্রেম উদিত হইয়া থাকে।

বিজয়। প্রেমলক্ষণ কি?

গোস্বামী। মধুর রসে যুবক যুবতীর মধ্যে ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও যে ধ্বংসরহিত ভাববন্ধন হয়, তাহাই 'প্রেম'।

বিজয়। প্রেমের কি কি প্রকার-ভেদ আছে?

গোস্বামী। প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দ-ভেদে প্রেম তিন প্রকার।

বিজয়। প্রৌঢ় প্রেম কি প্রকার?

গোস্বামী। যে প্রেম মিলনের বিলম্বের দ্বারা প্রিয়জনের চিত্তবৃত্তিতে যে কষ্ট হইবে, তাহা নিবারণের জন্য প্রেমী ব্যক্তির চিত্তে ক্লেশদায়ী হয়, তাহাই প্রৌঢ়প্রেম।

বিজয়। মধ্য প্রেমের কি লক্ষণ?

গোস্বামী। যে প্রেম প্রিয়ব্যক্তির ক্লেশানুভব সহিয়া থাকে, সেই প্রেম—'মধ্যম'।

বিজয়। মন্দপ্রেম কিরূপ ?

গোস্বামী। আত্যন্তিক হইলেও পরিচিত্ততাদির অপেক্ষা বা উপেক্ষা না করেন, এরূপ প্রেম 'মন্দ'। ইহাতে অন্যের প্রতি উৎকৃষ্ট প্রেম বাধকরূপে কার্য্য করে।

বিজয়, প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দআতীয় প্রেমের পরস্পর ভেদক আর এক প্রকার লক্ষণ সহজে বুঝিতে পারা যায়। যে স্থলে বিশ্লেষের অসহিষ্ণুতা, সে স্থলে প্রৌঢ়প্রেম। যে স্থলে বিশ্লেষকে কষ্টে সহা যায়, সে স্থলে মধ্য প্রেম। যে স্থলে কখন কখন বিস্মরণ হয়। সেই স্থলে মন্দ-প্রেম।

বিজয়। প্রেম বুঝিলাম। স্নেহ-লক্ষণ কি ?

গোস্বামী। পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে প্রেম চিদ্দীপদীপন লক্ষণ প্রাপ্ত হন। চিৎ-শব্দে প্রেম বিষয়োপলব্ধি। সেই দীপের দীপন স্বরূপ হন এবং হৃদয়কে দ্রব করেন, সেই প্রেমাই স্নেহ। স্নেহের তটস্থ লক্ষণ এই যে, প্রিয়বিষয়কে অনুক্ষণ দর্শন করিয়াও তাহাতে তৃপ্তি জন্মে না।

বিজয়। স্নেহে পরিমাণের শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ-ভেদ কি আছে ?

গোস্বামী। কনিষ্ঠ স্নেহীর প্রিয় ব্যক্তির অঙ্গ-সঙ্গে মনের দ্রবতা হয়। মধ্যম স্নেহীর প্রিয়বিলোকনেই দ্রবতা হয়। শ্রেষ্ঠস্নেহীর প্রিয়-বিষয় শ্রবণেই চিত্তদ্রব হয়।

বিজয়। স্নেহ কত প্রকার ?

গোস্বামী। ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ-ভেদে স্নেহ স্বরূপতঃ দুইপ্রকার।

বিজয়। ঘৃত-স্নেহ কিরূপ ?

গোস্বামী। অত্যন্ত আদরময় স্নেহই 'ঘৃতস্নেহ'। মধুস্নেহ মিশ্রিত হইয়া স্বাদোদ্রেক প্রাপ্ত হন। ঘৃতস্নেহ নিসর্গতঃ শীতল। তৎপ্রযুক্ত

পরস্পর আদরে ঘনীভূত হইয়া গাঢ়াদরময় হন। ঘৃতলক্ষণবশতঃ ইহাকে ঘৃতস্নেহ বলা যায়।

বিজয়। আদর কি?

গোস্বামী। গৌরব হইতে আদরের অন্ম। সুতরাং আদর ও গৌরব পরস্পর অন্যোন্যাশ্রিত। রত্যাদিতে তাহা থাকিলেও স্নেহে তাহা সুব্যক্ত বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত।

বিজয়। গৌরব কি?

গোস্বামী। ইনি গুরু এই বুদ্ধির নাম 'গৌরব'। তাহা হইতে উদিত হয় যে ভাব, তাহাই 'সম্ভ্রম'। তাহাকেই আদর বলে। আদর ও গৌরব পরস্পর আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং আদর বলিলেই গৌরব আছে।

বিজয়। মধুস্নেহ কিরূপ?

গোস্বামী। প্রিয় ব্যক্তিতে মদীয়ত্বাতিশয়রূপ স্নেহ হইলে তাহাকে মধুস্নেহ বলেন। সেই স্নেহ স্বয়ং মাধুর্য্যময় এবং তাহাতে নানারসের সমাহার বা মিলন আছে। তাহাতে উন্মাদকতা-ধর্ম্মবশতঃ উষ্ণতা আছে। এই অন্য মধুর সমান বলিয়া মধুস্নেহ বলা যায়।

বিজয়। মদীয়ত্ব কিরূপ?

গোস্বামী। রতির উদ্ভব দুইপ্রকার। তাহার আমি, এই একপ্রকার ভাবনাময়ী রতি। তিনি আমার, এইটী অন্যপ্রকার ভাবনাময়ী রতি। ঘৃতস্নেহে আমি তাঁহার, এই ভাব বলবান্। মধুস্নেহে তিনি আমার, এই ভাব বলবান্। চন্দ্রাবলীতে ঘৃতস্নেহ। শ্রীরাধায় মধুস্নেহ।

বিজয়। (গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া) মান কিরূপ?

গোস্বামী। যে স্নেহ উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তিপূর্ব্বক এক নূতন প্রকার

মাধুর্য্য প্রকট করেন এবং প্রিয়ের প্রতি অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটিল্য ধারণ করেন, তিনি 'মান'।

বিজয়। মান কয়প্রকার?

গোস্বামী। উদাত্ত ও ললিত ভেদে মান দুই প্রকার।

বিজয়। উদাত্তমান কি প্রকার?

গোস্বামী। দুই প্রকার। এক প্রকারে দুর্ব্বোধ রীতিক্রমে সরল অর্থাৎ দাক্ষিণ্যভাবযুক্ত। অন্য প্রকারে অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ বাম্যগন্ধযুক্ত মনের ভাব গোপনপূর্ব্বক গাম্ভীর্য্যলক্ষণ মান হয়। ঘৃতস্নেহই উদাত্তমান হয়।

বিজয়। ললিতমান কিরূপ? ইহাতে আমার অধিক লালসা কেন হয় বলিতে পারি না।

গোস্বামী। ললিতমান দুইপ্রকার। স্বাতন্ত্র্যরূপে হৃদয়গত কৌটিল্য ধারণপূর্ব্বক যে মান, তাহা কৌটিল্যললিত। নর্ম্মবিশেষ যে মান, তাহা নর্ম্মললিত। উভয়বিধ ললিতমানই মধুস্নেহ হইতে উদিত হয়।

বিজয়। প্রণয় কি?

গোস্বামী। প্রিয়জনের সহিত অভেদ-মননরূপ বিশ্রম্ভযুক্ত মানই 'প্রণয়'।

বিজয়। এস্থলে বিশ্রম্ভের অর্থ কি?

গোস্বামী। প্রণয়ের স্বরূপই 'বিশ্রম্ভ'। মৈত্র ও সখ্য-ভেদে বিশ্রম্ভ দুই প্রকার। দৃঢ় বিশ্বাসই বিশ্রম্ভ। বিশ্রম্ভ প্রণয়ের নিমিত্ত কারণ নয়, কিন্তু উপাদান-কারণ।

বিজয়। মৈত্ররূপ বিশ্রম্ভ কিরূপ?

গোস্বামী। বিনয়ান্বিত বিশ্রম্ভই 'মৈত্র'।

বিজয়। সখ্যরূপ বিশ্রম্ভ কিরূপ?

গোস্বামী। সর্ব্বপ্রকার ভয়োন্মুক্ত স্ববশতাময় বিশ্রম্ভই এখানে সখ্য।

বিজয়। প্রণয়, স্নেহ ও মান ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আর একটু স্ফুট করিয়া বলুন।

গোস্বামী। কোন স্থলে স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া মানধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; কোন স্থলে স্নেহ হইতে মান হইয়া প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মান ও প্রণয়ের অন্যান্য কার্য্যকারণতা আছে। বিশ্রম্ভকে পৃথগ্‌রূপে উদাহরণ এই জন্যই করা হয়। উদাত্ত ও ললিত-ভেদে মৈত্র ও সখ্য সুসঙ্গত হইতেছে। আবার তাহাদিগকে সুমৈত্র ও সুসখ্য বলিয়া প্রণয়ে বিচারিত হয়।

বিজয়। রাগ-লক্ষণ কি?

গোস্বামী। প্রণয়ের উৎকর্ষপ্রযুক্ত অতিশয় দুঃখ ও সুখরূপে প্রতীত হয়। সেইরূপ প্রণয়ই 'রাগ'।

বিজয়। রাগ কতপ্রকার?

গোস্বামী। নীলিমা-রাগ ও রক্তিমা-রাগ, এই দুই প্রকার।

বিজয়। নীলিমা-রাগ কয় প্রকার?

গোস্বামী। নীলী-রাগ ও শ্যামা-রাগ-ভেদে নীলিমা দুই প্রকার।

বিজয়। নীলারাগ কি প্রকার?

গোস্বামী। যে রাগের ব্যয়-সম্ভাবনা নাই এবং যাহা বাহ্যে অতিশয় প্রকাশমান হইয়া স্বলগ্নভাবসকলকে আবরণ করে, তাহাই নীলী রাগ। সেই রাগ চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণের মধ্যে লক্ষিত হয়।

বিজয়। শ্যামারাগ কি?

গোস্বামী। নীলীরাগ হইতে ভীরুতার ঔষধসেকাদিদ্বারা প্রকাশশীল এবং বিলম্বসাধ্য যে রাগ, তাহাই শ্যামারাগ।

বিজয়। রক্তিম-রাগ কত প্রকার ?

গোস্বামী। কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠাসম্ভব রাগ-ভেদে রক্তিমা দুইপ্রকার।

বিজয়। কুসুম্ভরাগ কি প্রকার ?

গোস্বামী। যে রাগ অন্য রাগের কান্তি প্রকাশ করিয়া স্বয়ং চিত্তে সংসক্ত হইয়া শোভা পায়, তাহাই কুসুম্ভরাগ। আধার বিশেষে কৌসুম্ভরাগ স্থির হয়। কৃষ্ণপ্রণয়ী জনে ইহা মঞ্জিষ্ঠমিশ্র হওয়ায় কখনও ম্লান হয়।

বিজয়। মঞ্জিষ্ঠরাগ কিরূপ ?

গোস্বামী। নিত্য স্থিরতর নিরপেক্ষ স্বীয় অনন্যসাপেক্ষ কান্তিদ্বারা নিরন্তর বৃদ্ধি হয়, তাহাই রাধামাধবের পরস্পর মঞ্জিষ্ঠরাগ। সিদ্ধান্ত এই যে, ঘৃত, স্নেহ, উদাত্ত, মৈত্র, সুমৈত্র, নীলিমা ইত্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত ভাবসকল চন্দ্রাবলী, রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণে প্রকাশ আছে। মধু, স্নেহ, ললিত, সখ্য, সুসখ্য, রক্তিমা ইত্যাদি উত্তর উত্তর ভাবসকল রাধিকাদিতে প্রকাশ আছে। সত্যভামায় লক্ষ্মণদ্বারা কোন কোন স্থলে দেখা যায়। এইপ্রকার ভাব-ভেদে গোকুলরমণীদিগের আত্মপক্ষ বিপক্ষাদিভেদ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ভাবান্তর সম্বন্ধে যে ভেদ জন্মে, এবং ভাবসকলের যে অন্যান্য প্রকার ভেদ আছে, সে সমস্ত প্রজ্ঞাদ্বারা পণ্ডিতগণ বুঝিয়া থাকেন অর্থাৎ সে সকল পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যা করা গেল না।

বিজয়। ভাবান্তর শব্দে কোন্ কোন্ ভাব বুঝিতে হইবে ?

গোস্বামী। স্থায়ী মধুর ভাব, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাস্যাদি সপ্ত, একত্রে একচত্বারিংশৎ। হইরাই এস্থলে ভাবান্তর।

বিজয়। রাগ বুঝিলাম। এখন অনুরাগ ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। যে রাগ স্বয়ং নব নবভাবে সদা অনুভূত প্রিয়কে প্রতিক্ষণে নব নব করিয়া দেয়, তাহাই 'অনুরাগ'।

বিজয়। এই অনুরাগ আর কি কি বিচিত্রতা প্রকাশ করে?

গোস্বামী। পরস্পর বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং অপ্রাণিমধ্যে জন্মলালসাভর হইয়া অনুরাগ অত্যন্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি করায়।

বিজয়। পরস্পর বশীভাব ও অপ্রাণী বৃক্ষাদিতে জন্মগ্রহণ লালসা সহজে বুঝিলাম। প্রভো, প্রেমবৈচিত্ত্য কি?

গোস্বামী। বিপ্রলম্ভকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। তাহা পরে জানিবে।

বিজয়। এখন মহাভাব কি তাহা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। বিজয়, ব্রজরসচিত্রবিষয়ে আমি অতিশয় ক্ষুদ্র। আমি কোথায় এবং মহাভাব-বর্ণনই বা কোথায়! তবে শ্রীরূপ গোস্বামী এবং পণ্ডিত গোস্বামীর কৃপাশিক্ষাক্রমে এবং শ্রীরূপের নির্দ্দেশমতে আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাঁহাদের কৃপায় তাহা অনুভব কর। যাবদাশ্রয়-বৃত্তিরূপে অনুরাগ স্বয়ং বেদ্যদশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই ভাব বা মহাভাব হন।

বিজয়। প্রভো, আমি অতিশয় দীন ও অজ্ঞ জিজ্ঞাসু। আমি যাহাতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, সেইরূপে মহাভাবের লক্ষণ করুন।

গোস্বামী। শ্রীরাধিকা অনুরাগের আশ্রয় এবং কৃষ্ণ তাহার বিষয়। শ্রীনন্দনন্দন মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররূপে বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা। শ্রীরাধা আশ্রয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা। তাঁহার অনুরাগই স্থায়ী ভাব; সেই অনুরাগ তাহার ইয়ত্তা বা চরম সীমা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া যাবদাশ্রয়বৃত্তি হয় এবং সেই অবস্থায় স্বয়ং বেদ্যদশা অর্থাৎ তৎপ্রেয়সীজনবিশেষের সংবেদ্য দশা প্রাপ্ত

হইয়া যথাবসর সুদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিকভাবের দ্বারা প্রকাশমান হয়। তৎঅবস্থাগত অনুরাগ মহাভাব হয়।

বিজয়। আহা! মহাভাব! মহাভাব! আজ মহাভাব কি, তাহা একটু অনুভব করিলাম। সকলভাবের চরম সীমাই মহাভাব। এই মহাভাবের উদাহরণ কিছু আজ্ঞা হয়ত কর্ণ জুড়ায়।

গোস্বামী। ধন্য বিজয়!

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাৎ
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূত-ভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুকৃতী॥

এই শ্লোকটীই মহাভাবের উদাহরণ। বৃন্দাদেবী কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—হে অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে, তোমার নিত্য অপ্রকট লীলায় তোমার ও তোমার রাধিকার চিত্তজতু মহাসাত্ত্বিক বিকারদ্বারা আর্দ্রীভূত হইয়া পৃথক্‌তা বিলাপপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে ভেদভ্রমশূন্য হইয়াছে। আবার সেই শৃঙ্গারকারুকৃতী সেই ব্যাপারকে এই ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে চিত্র করিবার জন্য স্বয়ং নবরাগহিঙ্গুলভরের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের অপ্রকটলীলাগত মহাভাববৈচিত্র্য যোগমায়াদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে যথাবৎ অনুচিত্রিত হইয়াছে।

বিজয়। এই মহাভাবের স্থিতি কোথায়?

গোস্বামী। কৃষ্ণের পুরবনিতাবর্গের পক্ষে এই মহাভাব দুর্ল্লভ। কেবল ব্রজদেবীদিগের পক্ষে ইহা একমাত্র সংবিদ্য।

বিজয়। ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। বিবাহবিধিবন্ধনদ্বারা যেখানে স্বকীয়াত্ব, সেখানে রতি সমঞ্জসা অর্থাৎ মহাভাবাদি লাভে সমর্থা নয়। ব্রজে কাহার

কাহার একটু স্বকীয় ভাব আছে, কিন্তু তথায় পরকীয় ভাবই বলবান্। তথায় রতি সমর্থা বলিয়া চরমসীমাপ্রাপ্তিস্থলে মহাভাব হয়।

বিজয়। মহাভাবের ভেদ কি কি?

গোস্বামী। পরমামৃত-স্বরূপ শ্রীমহাভাব চিত্তকে স্বস্বরূপতা প্রাপ্তি করান। রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে মহাভাব দুইপ্রকার।

বিজয়। রূঢ়-মহাভাব কিরূপ?

গোস্বামী। সাত্ত্বিকভাবসকল যাহাতে উদ্দীপ্ত, সেই মহাভাব রূঢ়।

বিজয়। মহাভাবের অনুভাব বলুন।

গোস্বামী। নিমেষমাত্রেও অসহিষ্ণুতা, উপস্থিত জনগণের হৃদ্বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব. কৃষ্ণসৌখ্যেও আর্ত্তিশঙ্কায় খিন্নত্ব, মোহাদির অভাবেও আত্মাদি সর্ব্ববিস্মরণ, ক্ষণকল্পত্ব—এই সকল অনুভাব কতকগুলি সম্ভোগ এবং কতকগুলি বিপ্রলম্ভে অনুভূত হয়।

বিজয়। নিমেষাসহত্ব কি প্রকার?

গোস্বামী। এই ভাবটি বৈচিত্ত্য-বিপ্রলম্ভ। সংযোগেও বিয়োগ স্ফূর্ত্তি। অল্পকালবিচ্ছেদও অসহ্য হয়। কুরুক্ষেত্রে ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণদর্শন করিয়া চক্ষের পক্ষ্মকৃৎ বিধাতাকে শাপ দিয়াছিলেন, কেননা কৃষ্ণদর্শনকারীর চক্ষের পক্ষ্ম ক্ষণকালও দর্শনবাধ করে।

বিজয়। আসন্নজনতা হৃদ্বিলোড়ন কিরূপ?

গোস্বামী। গোপীদিগের ভাব দেখিয়া কুরুক্ষেত্রগত রাজগণ ও মহিষীগণের চিত্ত যেরূপ বিলোড়িত হইয়াছিল, তদ্রূপ।

বিজয়। কল্পক্ষণত্ব কিরূপ?

গোস্বামী। রাসরাত্রি ব্রহ্মরাত্রি হইলেও গোপীগণের নিকট নিমেষ অপেক্ষা অল্প হইয়াছিল, তদ্বৎ।

বিজয়। সৌখ্যে ও আর্ত্তিশঙ্কায় খিন্নত্ব কিরূপ ?

গোস্বামী। "যতে সুজাতচরণাম্বুরুহং" শ্লোকে গোপীগণ যেরূপ কৃষ্ণপদকমল স্তনে রাখিয়াও কর্কশ স্তনে তাহাতে ব্যথা হইবে—এইরূপ খেদ করেন, তদ্রূপ।

বিজয়। মোহাদির অভাবেও সর্ব্ববিস্মরণ কিরূপ ?

গোস্বামী। কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি-অবিচ্ছেদে মোহাদির অভাব। কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি থাকে অথচ দেহাদি সমস্ত জগতের বিস্মৃতি হয়।

বিজয়। ক্ষণকল্পতা কিরূপ ?

গোস্বামী। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন যে, ব্রজবাসিনীদিগের সহিত যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন তাঁহাদের রাত্রিসকল ক্ষণার্দ্ধের মত যাইত। আমার অভাবে তাঁহাদের রাত্রি কল্পসম হইয়াছিল। এই ভাবেই ক্ষণকে কল্পজ্ঞান হয়।

বিজয়। রূঢ়ভাব বুঝিলাম। এখন অধিরূঢ় ভাব ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। যাহাদ্বারা রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাবসকল আরও আশ্চর্য্য বিশেষতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই অধিরূঢ় ভাব।

বিজয়। অধিরূঢ় (ভাব) কত প্রকার ?

গোস্বামী। মোদন ও মাদন-ভেদে তাহা দ্বিবিধ।

বিজয়। মোদন কিরূপ ?

গোস্বামী। রাধাকৃষ্ণ উভয়ের অধিরূঢ় ভাবে যখন সাত্ত্বিক ভাবসকল উদ্দীপ্তিসৌষ্ঠব ধারণ করে, তখন তাহাকে 'মোদন' বলেন। সেই মোদনভাবে কৃষ্ণ ও রাধিকার বিক্ষোভ-ভর হয়। প্রেমসম্পত্তিতে বিখ্যাত কান্তাগণ অপেক্ষা অতিশয়িতা উদিত হয়।

বিজয়। মোদনের স্থল কি ?

গোস্বামী। শ্রীরাধিকার যূথ বিনা মোদন আর কোথায়ও নাই। মোদনই একমাত্র হলাদিনী শক্তির প্রিয়বর সুবিলাস। বিশ্লেষদশায় মোদনই মোহন হয়। বিরহ-বিবশতাপ্রযুক্ত সেই দশায় সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবসকল উদিত হয়।

বিজয়। মোহন অবস্থার অনুভাব বর্ণন করুন।

গোস্বামী। কান্তালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা, অসহ্য দুঃখ স্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সুখকামনা, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভোদয়, তির্য্যগ্ জাতির রোদন, মৃত্যু স্বীকার পূর্ব্বক নিজ দেহস্থ ভূতদ্বারা কৃষ্ণসঙ্গতৃষ্ণা ও দিব্যোন্মাদাদি অনুভাব হয়। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীতে এই মোহনভাব উদিত হয়। সঞ্চারি-ভাবগত মোহেও রাধিকার কার্য্য অন্যের বিলক্ষণ।"

আরও পাওয়া যাও,—

"বিজয়। প্রভো, আমাতে আপনার যে কৃপা, তাহা অসীম। এখন সংক্ষেপে সর্ব্বপ্রকার মধুর-রসের নির্য্যাস পাইতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। ব্রজদেবীগণে যে সকল ভাবভেদ, তাহা প্রায়ই অলৌকিক, তর্কের অগোচর, সুতরাং বিচারপূর্ব্বক তাহা বলা যায় না। শাস্ত্রে শুনিয়া থাকি যে, শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগে রাগ প্রকট হইয়াছিল। সেই রাগ স্থলবিশেষে অনুরাগ হইয়া স্নেহ; তাহা হইতে মান ও প্রণয় ক্রমশঃ প্রকাশ। সে সকল কথা স্থির হয় না; কিন্তু ইহা স্থির আছে যে, সাধারণী রতিতে ধূমায়িত অবস্থাই অবধি। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ পর্য্যন্ত সমঞ্জসার গতি। তাহাতে জ্বলিতরূপে দীপ্তা রতি। রূঢ়ে উদ্দীপ্তা এবং মোদনাদিতে সুদ্দীপ্তা রতি। ইহাও প্রায়িক বলিয়া জানিবে, কেন না, দেশকালপাত্রাদি-ভেদে বিপর্য্যয়ও দেখিতে পাইবে। সাধারণী রতি প্রেম পর্য্যন্ত যায়। সমঞ্জসা রতির অনুরাগ পর্য্যন্ত সীমা। সমর্থা রতির মহাভাব পর্য্যন্ত সীমা।

বিজয়। সখ্যরসে রতির গতি কতদূর ?

গোস্বামী। নর্ম্মবয়স্যদিগের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত সীমা লাভ করে। কিন্তু তন্মধ্যে সুবলাদির রতি মহাভাব পর্য্যন্ত সীমা প্রাপ্ত হয়।"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"প্রেমা ক্রমে বাড়ি' হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।
যৈছে ইক্ষুরস বীজ—গুড়, খণ্ড-সার।
শর্করা, সিতা-মিছরি, শুদ্ধমিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে বাড়ে নির্ম্মল স্বাদ।
রতি-প্রেমাদির তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারী-ভেদে রতি—পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর॥
এই পঞ্চ স্থায়ীভাবে হয় পঞ্চ 'রস'।
যে-রসে ভক্ত 'সুখী', কৃষ্ণ হয় 'বশ'॥
প্রেমাদি স্থায়ীভাব সামগ্রী-মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরসরূপে পায় পরিণামে॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব 'রস' হয় এই চারি মিলি'॥
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে।
'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥
দ্বিবিধ 'বিভাব', আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশী-স্বরাদি—উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন॥

'অনুভাব'—স্মিত, নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি—'সাত্ত্বিক' অনুভাবের ভিতর॥
নির্ব্বেদ-হর্ষাদি—তেত্রিশ 'ব্যভিচারী।
সব মিলি' 'রস' হয় চমৎকারকারী॥
পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য সখ্য, বাৎসল্য।
মধুর-রসে শৃঙ্গারভাবের প্রাবল্য॥
শান্তরসে শান্তিরতি 'প্রেম' পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি 'রাগ' পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়॥
সখ্য-বাৎসল্য-রতি পায় 'অনুরাগ'—সীমা।
সুবলাদ্যের 'ভাব' পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা॥
শান্তাদি রসের 'যোগ'. 'বিয়োগ'—দুই ভেদ।
সখ্য-বাৎসল্যে যোগাদির অনেক বিভেদ॥
'রূঢ়', অধিরূঢ়' ভাব কেবল 'মধুরে'।
মহিষীগণের 'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' গোপিকা-নিকরে॥
অধিরূঢ় মহাভাব দুই ত' প্রকার।
সম্ভোগে 'মাদন', বিরহে 'মোহন'-নাম তার॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
'উদ্‌ঘূর্ণা', 'চিত্রজল্পা' মোহনে দুই ভেদ॥
চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ—প্রজল্পাদি-নাম।
'ভ্রমর-গীতা'র দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ॥
উদ্‌ঘূর্ণা, বিরহ-চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান।"

মধ্য ২৩।৩৮-৫৭॥১৩-১৫॥

স্থায়ীভাবঃ। স এব বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগশ্চেতি দ্বিবিধঃ। তত্র বিপ্রলম্ভশ্চতুর্বিধঃ; পূর্ব্বরাগঃ মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যং প্রবাসশ্চ। অঙ্গসঙ্গাৎ পূর্ব্বং যা উৎকণ্ঠাময়ী রতিঃ সঃ পূর্ব্বরাগঃ। তত্র দশ দশা। লালসোদ্বেগজাগর্য্যাতানবং জড়িমাত্র তু। বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ। মানঃ দ্বিবিধঃ। স হেতুর্নির্হেতুশ্চ। তত্র নির্হেতুকঃ স্বয়মেব শাম্যতি। সহেতুকস্য মানস্য শান্তিঃ সাম-ভেদক্রিয়াদাননত্যুপেক্ষারসান্তরৈঃ। প্রিয়বাক্যং সাম। নিজৈশ্বর্য্যং শ্রাবয়িত্বা তস্যা অযোগ্যত্বজ্ঞাপনং ভেদঃ। বয়স্যাদি-দ্বারা ভয়প্রদর্শনঞ্চ ক্রিয়া। বস্ত্রমাল্যাদিনাং প্রদানং দানং। নতির্নম-স্কারঃ। উপেক্ষা—ঔদাসীন্য-প্রকটনম্। রসান্তরং ভয়কষ্টাদি-প্রদানাদি-প্রস্তাবঃ। মানশান্তি-চিহ্নানি অশ্রুস্মিতাদয়ঃ। অথ প্রেম-বৈচিত্ত্যম্। কৃষ্ণনিকটেঽপি অনুরাগাধিক্যাৎ বিরহো যত্র ভবতি তদেব তৎ। অথ প্রবাসঃ। স দ্বিবিধঃ; কিঞ্চিদ্দূরনিষ্ঠঃ সুদূরনিষ্ঠশ্চ। নিত্যমেব গোচারণাদ্যনুরোধাৎ কিঞ্চিদ্দূরে মথুরাং গতে সতি সুদূরে। তত্র চ দশ দশা অতিপ্রবলা ভবন্তি। অথ সম্ভোগঃ। স চ চতুর্ব্বিধঃ। পূর্ব্বরাগান্তে চাধর-নখ-ক্ষতাদীনাম্ অল্পত্বে সঙ্ক্ষিপ্তো মানান্তে অসূয়ামাৎসর্য্যাদিরোষা-ভাসমিশ্রিতঃ সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিৎ দূর-প্রবাসান্তে সম্পন্নঃ স্পষ্টঃ সুদূর-প্রবাসান্তে সমৃদ্ধিমান্ অতিস্পষ্টঃ। অথ সম্ভোগপ্রপঞ্চঃ। দর্শন-স্পর্শন-কথন-বর্ত্মরোধ-বনবিহারজল-কেলিবংশীচৌর্য্য-নৌকাখেলা-লুক্কায়নলীলা-মধুপানাদয়ঃ অনন্তা এব ॥১৬॥

অনধীতব্যাকরণশ্চরণপ্রবণো হরের্জনো যঃ স্যাৎ।
উজ্জ্বলনীলমণিকিরণস্তদালোকায় ভবতু ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিতঃ উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—স্থায়ীভাব। তাহা সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে দুইপ্রকার। সেই বিপ্রলম্ভ আবার চতুর্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। অঙ্গসঙ্গের পূর্ব্বে যে উৎকণ্ঠাময়ী রতি তাহা পূর্ব্বরাগ। তাহার দশটী দশা—লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, কৃশতা, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ অর্থাৎ মূর্চ্ছা ও মৃত্যু অর্থাৎ সংজ্ঞা-লোপ। মান দুই প্রকার—সহেতু ও নির্হেতু। তন্মধ্যে নির্হেতু স্বয়ংই শান্ত হয়। আর সহেতুক মান—সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষা ও রসান্তর দ্বারা শান্ত হয়। প্রিয় বাক্যের নাম সাম। নিজের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনাইয়া সেই মানকারিণীর অযোগ্যত্ব জ্ঞাপনের নাম ভেদ। বয়স্যাদির দ্বারা ভয় প্রদর্শনই ক্রিয়া। বস্ত্রমাল্যাদি প্রদান দান। নতি অর্থে নমস্কার। আর ঔদাসীন্য প্রকাশের নাম উপেক্ষা। ভয়, কষ্টাদি-প্রদানের প্রস্তাব রসান্তর। মান শান্তির চিহ্ন—অশ্রু ও হাস্যাদি। অনন্তর প্রেম-বৈচিত্ত্য—শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থাকিয়াও অনুরাগ-আধিক্য-বশতঃ বিরহ-ভাব যাহা হইতে হয়, তাহাই। অনন্তর প্রবাস—তাহা দুই প্রকার। কিঞ্চিৎ দূরনিষ্ঠ ও সুদূরনিষ্ঠ। নিত্য গোচারণাদির জন্য গমন কিঞ্চিৎ দূর। মথুরায় গমন করিলে সুদূর। সুদূর গমনে দশ দশা অত্যন্ত প্রবল হয়। অনন্তর সম্ভোগ—তাহা চারি প্রকার। পূর্ব্বরাগান্তে অধর, নখ, ক্ষতাদির অল্পত্বে সঙ্ক্ষিপ্ত; মানান্তে অসূয়া, মাৎসর্য্যাদি রোষাভাস-মিশ্রিত সঙ্কীর্ণ; কিঞ্চিৎ দূর-প্রবাসান্তে সম্পন্ন অর্থাৎ স্পষ্ট; আর সুদূর-প্রবাসান্তে সমৃদ্ধিমান্ অর্থাৎ অতি-স্পষ্ট।

অনন্তর সম্ভোগের বিষয় বলিতেছেন—দর্শন, স্পর্শন, কথন, পথরোধ, বনবিহার, জলকেলি, বংশীচুরি, নৌকাখেলা, লুক্কায়ন-লীলা ও মধুপানাদি অনন্ত প্রকারই ॥১৬॥

যাঁহারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন নাই, অথচ শ্রীহরির চরণ-ভজন-প্রবণ জন, তাঁহাদের এই 'উজ্জ্বল-নীলমণি'র কিরণ আলোক-স্বরূপ হউন।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুকিরণ—শৃঙ্গার রসের বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগরূপ দ্বিবিধ-বিষয়-সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'জৈবধর্ম্মে' পাওয়া যায়,—

"বিজয়। শৃঙ্গার কি?

গোস্বামী। অত্যন্ত শোভনময় মধুর রসের নাম 'শৃঙ্গার'। তাহা দুই প্রকার অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

বিজয়। বিপ্রলম্ভের লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। সংযুক্তই হউন বা অযুক্তই হউন যুবকযুবতীর অভীষ্ট যে আলিঙ্গনাদি, তাহার অভাবে যে ভাব প্রকৃষ্টরূপে উদিত হয়, তাহাই সম্ভোগের উন্নতিকারক বিপ্রলম্ভ নামক ভাববিশেষ। বিপ্রলম্ভের অর্থ বিরহ বা বিয়োগ।

বিজয়। বিপ্রলম্ভ কিরূপে সম্ভোগের উন্নতি করেন?

গোস্বামী। রঞ্জিত বস্ত্রে পুনরায় রং দিলে যেরূপ রাগ-বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিরহদ্বারা পুনঃ সম্ভোগের রসোৎকর্ষ হয়। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না।

বিজয়। বিপ্রলম্ভ কত প্রকার?

গোস্বামী। পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চতুর্বিধ বিপ্রলম্ভ।

বিজয়। পূর্ব্বরাগ কি?

গোস্বামী। যুবকযুবতীর পরস্পর সঙ্গমের পূর্ব্বে যে দর্শন ও শ্রবণাদিজাত রতি উন্মীলিত হয়, তাহাই পূর্ব্বরাগ।

বিজয়। দর্শন কত প্রকার?

গোস্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করা, চিত্রপটে তাঁহার রূপ দেখা এবং স্বপ্নে তাঁহাকে দেখাকে 'দর্শন' বলা যায়।

বিজয়। শ্রবণ কত প্রকার?

গোস্বামী। স্তুতিপাঠকবন্দী, সখী ও দূতী ইহাদের মুখে এবং গীতাদি হইতে যাহা শুনা যায়, তাহাই শ্রবণ।

বিজয়। এই রতির উৎপত্তি কি হইতে হয়?

গোস্বামী। পূর্ব্বে অভিযোগাদি কয়েকটী রতি জন্মের হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে. পূর্ব্বরাগেও সেই সকলকে হেতু বলা যায়।

বিজয়। ব্রজনায়কনায়িকার মধ্যে কাহার পূর্ব্বরাগ প্রথমে হয়?

গোস্বামী। ইহাতে অনেক বিচার। সাধারণ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের লজ্জাদি অধিক থাকায় পুরুষই প্রথমে স্ত্রীকে অন্বেষণ করে। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রেম অধিক বলিয়া মৃগাক্ষীদিগের পূর্ব্বরাগ অগ্রসর। ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তের প্রথমে পূর্ব্বরাগ জন্মে। ভগবানের রাগ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী। ব্রজদেবীসকল ভক্তের অবধি বলিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বরাগ অধিক চারুরূপে প্রথমে বর্ণিত হয়।

বিজয়। পূর্ব্বরাগের সঞ্চারী ভাব কি কি?

গোস্বামী। ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য,

দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধন, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যাদি ব্যভিচারী ভাব।

বিজয়। পূর্ব্বরাগ কয় প্রকার?

গোস্বামী। প্রৌঢ়, সামঞ্জস ও সাধারণ-ভেদে পূর্ব্বরাগ ত্রিবিধ।

বিজয়। প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগ কিরূপ?

গোস্বামী। সমর্থ রতিরূপ পূর্ব্বরাগই প্রৌঢ়। এই রাগে লালসাদি মরণ পর্য্যন্ত দশা হয়। সেই সেই সঞ্চারিভাবের উৎকটতা প্রযুক্ত ঐ সকল দশা হয়।

বিজয়। দশাগুলি বলুন?

গোস্বামী। "লালসোদ্বেগজাগর্য্যাতানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥"

(উজ্জ্বল, পূর্ব্বরাগ প্রঃ ৯)

অর্থাৎ লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশা। প্রৌঢ়রাগে দশাসকলও প্রৌঢ়।

বিজয়। লালসা কিরূপ?

গোস্বামী। অভীষ্টপ্রাপ্তির গাঢ় আকাঙ্ক্ষাই লালসা। তাহাতে ঔৎসুক্য, চাপল্য, ঘূর্ণা ও শ্বাসাদি হয়।

বিজয়। উদ্বেগ কি?

গোস্বামী। মনের চঞ্চলতাই উদ্বেগ। ইহাতে দীর্ঘনিশ্বাস, চপলতা, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ ও স্বেদাদি উদিত হয়।

বিজয়। জাগর্য্যা কি?

গোস্বামী। জাগর্য্যার অর্থ নিদ্রাক্ষয়। তাহাতে স্তম্ভ, শোষ ও রোগাদি উৎপন্ন হয়।

বিজয়। তানব কি?

গোস্বামী। শরীরের কৃশতাই তানব। ইহাতে দৌর্ব্বল্য ও শিরোভ্রমাদি হয়। কোন কোন ব্যক্তি তানবস্থানে 'বিলাপ' পাঠ আছে বলেন।

বিজয়। জড়িমা কি?

গোস্বামী। ইষ্টানিষ্ট-পরিজ্ঞানের অভাব, প্রশ্ন করিলে অনুত্তর এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তির অভাব হইলে 'জড়িমা' হয়।

বিজয়। বৈয়গ্র্য কি?

গোস্বামী। ভাবগাম্ভীর্য্যের বিক্ষোভ এবং অসহতাকে 'বৈয়গ্র্য' বলা যায়। ইহাতে বিবেক, নির্ব্বেদ, খেদ ও অসূয়া থাকে।

বিজয়। ব্যাধি কিরূপ?

গোস্বামী। অভীষ্টের অলাভে দেহের পাণ্ডুতা ও উত্তাপ-লক্ষণ ব্যাধি। শীতস্পৃহা, মোহ, নিঃশ্বাস-পাতনাদি ইহাতে থাকে।

বিজয়। উন্মাদ কি?

গোস্বামী। সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বাবস্থায়, সকল সময়ে তন্মনস্কত্বনিবন্ধন অন্য বস্তুতে সেই বস্তু বলিয়া যে ভ্রান্তি, তাহাই 'উন্মাদ'। ইষ্টদ্বেষ, নিঃশ্বাস, নিমেষ এবং বিরহাদি ইহাতে সম্ভব হয়।

বিজয়। মোহ কিরূপ?

গোস্বামী। চিত্তের বিপরীত গতিকে 'মোহ' বলেন। নিশ্চলতা ও পতন ইহাতে ঘটে।

বিজয়। মৃত্যু কিরূপ?

গোস্বামী। সেই সেই প্রতিকারের দ্বারা যদি কান্তের সমাগম না হয়, তাহা হইলে মদন-পীড়া-প্রযুক্ত মরণের উদ্যম ঘটিয়া থাকে।

মূর্তিতে স্বীয় প্রিয়বস্তুসকল বয়স্যার প্রতি সমর্পিত হয় এবং ভৃঙ্গ, মন্দবায়ু, জ্যোৎস্না, কদম্ব—ইহাদের অনুভব হয়।

বিজয়। সমঞ্জস-পূর্ব্বরাগ কিরূপ?

গোস্বামী। সমঞ্জস-পূর্ব্বরাগ, সমঞ্জসা-রতির স্বরূপ। তাহাতে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণ, সঙ্কীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপের সহিত উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি থাকে।

বিজয়। এস্থলে অভিলাষের আকার কি?

গোস্বামী। প্রিয়ব্যক্তির সঙ্গলিপ্সায় যে চেষ্টা, তাহাই 'অভিলাষ'। এই অভিলাষ নিজের ভূষণগ্রহণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করতঃ রাগ প্রকটনাদি করেন।

বিজয়। এস্থলে চিন্তার আকার কি?

গোস্বামী। অভীষ্টপ্রাপ্তির উপায়সকলের ধ্যানই 'চিন্তা'। শয্যা, বিবৃতি অর্থাৎ বিবরণ, নিঃশ্বাস ও নির্ল্লক্ষ-দর্শনাদি ইহাতে লক্ষণরূপ।

বিজয়। এস্থলে স্মৃতির আকার কি?

গোস্বামী। অনুভূত প্রিয়ব্যক্তি ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়চিন্তাই 'স্মৃতি'। কম্প, অঙ্গ, বৈবশ্য, বাষ্প ও নিঃশ্বাসাদি ইহাতে লক্ষিত হয়।

বিজয়। গুণকীর্ত্তন কিরূপ?

গোস্বামী। সৌন্দর্য্যাদি গুণের শ্লাঘা করাকে 'গুণকীর্ত্তন' বলে। কম্প, রোমাঞ্চ, কণ্ঠগদ্গদাদি ইহার অনুভাব। উদ্বেগ, বিলাপের সহিত উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি—এই ছয়টী সমঞ্জসা-রতিতে যতটুকু সম্ভব হয়, তাহাই সমঞ্জস-পূর্ব্বরাগে পাওয়া যায়।

বিজয়। প্রভো, সাধারণ পূর্ব্বরাগ লক্ষণ বলুন?

গোস্বামী। যেরূপ সাধারণী রতি, সেইরূপ সাধারণ সমঞ্জস রাগ। ইহাতে বিলাপ পর্য্যন্ত ছয়টী দশা কোমলভাবে উদিত হয়। তাহার

উদাহরণ সহজ বলিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। পূর্ব্বরাগে পরস্পর বয়স্যের হস্তে কামলেখপত্র ও মাল্যাদি প্রেরিত হইয়া থাকে।

বিজয়। কামলেখ কি প্রকার?

গোস্বামী। কামলেখ নিরক্ষর ও সাক্ষর-ভেদে দুইপ্রকার। প্রেম-প্রকাশক হইলেই 'কামলেখ' হয়।

বিজয়। নিরক্ষর কামলেখ কিরূপ?

গোস্বামী। বর্ণবিন্যাসশূন্য রক্তবর্ণ পল্লবে অর্দ্ধচন্দ্ররূপ নখাঙ্কই 'নিরক্ষর কামলেখ'।

বিজয়। সাক্ষর কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রাকৃত ভাষায় গাথাময়ী লিপি স্বহস্তে লিখিত হইলে 'সাক্ষর কামলেখ' হয়। কামলেখ হিঙ্গুলদ্রব, কস্তুরি ও মসীদ্বারা লিখিত হয়। তাহাতে বড় বড় পুষ্পদলকে পত্র করা হয়, কুঙ্কুমদ্রবদ্বারা মুদ্রাঙ্কণ হয়, পদ্মতন্তুদ্বারা বাঁধা হয়।

বিজয়। পূর্ব্বরাগের ক্রম কি?

গোস্বামী। কেহ কেহ বলেন যে প্রথমে নয়নপ্রীতি, পরে চিন্তা, পরে আসক্তি, পরে সঙ্কল্প, পরে নিদ্রাচ্ছেদ, পরে কৃশতা, পরে অন্য বিষয় নিবৃত্তি, পরে লজ্জানাশ, পরে উন্মাদ, পরে মূর্চ্ছা; অবশেষে মৃত্যু। এইরূপ কামদশা হইয়া থাকে। পূর্ব্বরাগ নায়ক নায়িকা, উভয়ের হইয়া থাকে। প্রথমে নায়িকার এবং পরে কৃষ্ণের।

বিজয়। মান কি?

গোস্বামী। পরস্পর অনুরক্ত দম্পতির একত্র অবস্থিতিকালে স্বীয় অভীষ্টরূপের আলিঙ্গন-বিক্ষণাদি-রোধক ভাবকে 'মান' বলে। মানে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চাপল্য, গর্ব্ব, অসূয়া, অবহিত্থা, গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব আছে।

বিজয়। মানের আশ্রয় কি?

গোস্বামী। মানের আশ্রয় প্রণয়। প্রণয়ের পূর্ব্বে 'মান' নামক রস হয় না। হইলে সঙ্কোচ হয়। সেই মান সহেতু ও নির্হেতু-ভেদে দ্বিবিধ।

বিজয়। সহেতু মান কিরূপ?

গোস্বামী। প্রিয়ব্যক্তি বিপক্ষের বিশেষ আদর করিলে যে ঈর্ষা উদিত হয়, সেই ঈর্ষা প্রণয়মুখ্য হইয়া সহেতুমান হয়। প্রাচীন লোক বলিয়াছিলেন যে, স্নেহ ব্যতীত ভয় হয় না। প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষা হয় না; সুতরাং মানপ্রকারমাত্রই নায়কনায়িকার প্রেমপ্রকাশক। যে নায়িকার হৃদয়ে সুসখ্যাদি বিরাজমান, বিপক্ষবৈশিষ্ট্য অনুমান করিয়া তাঁহারই হৃদয়ে অসহিষ্ণুতা জন্মে। দ্বারকায় পারিজাতপুষ্পদান শুনিয়াও সত্যভামা ব্যতীত আর কোন মহিষীর হৃদয়ে মান উৎপন্ন হয় নাই।

বিজয়। বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্যানুভব কতপ্রকার?

গোস্বামী। শ্রুত, অনুমিত ও দৃষ্ট-ভেদে তাহা তিন প্রকার।

বিজয়। শ্রুত কিরূপ?

গোস্বামী। প্রিয়সখী ও শুকপক্ষী প্রভৃতির মুখ হইতে শ্রবণকে শ্রুত—বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

বিজয়। অনুমিত-বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য কি প্রকার?

গোস্বামী। ভোগাঙ্ক, গোত্রস্খলন এবং স্বপ্নে দর্শন হইতে অনুমিত হয়। প্রিয়ব্যক্তি এবং বিপক্ষের গাত্রে কামভোগের যে অঙ্ক (চিহ্ন) দেখা যায়, তাহাই 'ভোগাঙ্ক'। বিপক্ষের নামোচ্চারণে নায়িকাকে আহ্বান করার নাম 'গোত্রস্খলন'। ইহাতে নায়িকার মরণাপেক্ষা দুঃখ হয়। কৃষ্ণ এবং বিদূষকের স্বপ্নে যে বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় তাহাই 'স্বপ্নদৃষ্ট'।

বিজয়। দর্শন কিরূপ?

গোস্বামী। অন্য নায়িকার সহিত নায়ক ক্রীড়া করিতেছে এরূপ দেখাকে 'দর্শন' বলেন।

বিজয়। নির্হেতুক-মান কিরূপ?

গোস্বামী। বস্তুতঃ কারণ নাই, কিন্তু কোনপ্রকার কারণাভাসই প্রণয়কে আশ্রয় করিলে তাহা নির্হেতু মানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রণয়ের পরিণামই সহেতুক-মান। প্রণয়ের বিলাসোদিত বৈভবই নির্হেতুকমান। ইহাকেই প্রণয়-মান বলা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন, সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাব কুটিলগতি। এই কারণেই নায়ক-নায়িকার অহেতু ও সহেতু দুইপ্রকার মান উদিত হয়। অবহিত্থাদিই এ রসের ব্যভিচারিভাব।

বিজয়। নির্হেতুক-মানের কিরূপে উপশম হয়?

গোস্বামী। নির্হেতুক-মানের স্বয়ংই উপশম হয়, কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না। আপনিই হাস্যাদি-উদয়ের সহিত নিবৃত্ত হয়; কিন্তু সহেতুক-মান সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি ও রসান্তরাশ্রয়ে উপেক্ষাদ্বারা উপশান্ত হইয়া থাকে। বাষ্পমোক্ষণ ও হাস্যাদিই উপশমের লক্ষণ।

বিজয়। সাম কি?

গোস্বামী। প্রিয়বাক্যরচনের নাম 'সাম'।

বিজয়। ভেদ কি?

গোস্বামী। ভেদ দুইপ্রকার অর্থাৎ ভঙ্গিক্রমে নিজের মাহাত্ম্যপ্রকাশ এবং সখিদিগের দ্বারা উপালম্ভ অর্থাৎ তিরস্কার-প্রয়োগ।

বিজয়। দান কিরূপ?

গোস্বামী। ছলপূর্ব্বক ভূষণাদি প্রদানকে 'দান' বলা যায়।

বিজয়। নতি কিরূপ?

গোস্বামী। দৈন্য অবলম্বনপূর্ব্বক পদে পতিত হওয়ার নাম 'নতি'।

বিজয়। উপেক্ষা কিরূপ?

গোস্বামী। সামাদিদ্বারা মানভঙ্গ হইল না দেখিয়া তুষ্ণীম্ভাব গ্রহণ করার নাম 'উপেক্ষা'। অন্যার্থসূচক বাক্যদ্বারা প্রসন্নকারক উক্তিক্রমে ললনাদিগকে প্রসন্ন করানকেও কেহ কেহ 'উপেক্ষা' বলেন।

বিজয়। আপনি যে রসান্তর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার কি অর্থ?

গোস্বামী। আকস্মিকভয়াদির দ্বারা প্রস্তুত করার নাম 'রসান্তর'। ঐ রসান্তর যাদৃচ্ছিক ও বুদ্ধিপূর্ব্বক দুই প্রকার হয়। আপনি যাহা ঘটে তাহা যাদৃচ্ছিক' এবং প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিদ্বারা যাহা করা যায়, তাহা 'বুদ্ধিপূর্ব্বক'।

বিজয়। আর কোন্ উপায়ে মানভঙ্গ হয়?

গোস্বামী। দেশ-কাল-বলে এবং মুরলীরবে। অন্য উপায় ব্যতীতও ব্রজললনাদিগের মানভঙ্গ হয়। লঘুমান অল্পায়াসসাধ্য। মধ্যমমান যত্নসাধ্য। দুর্জ্জয়মান উপায়ের দ্বারা প্রশমিত করা দুঃসাধ্য। মানে কৃষ্ণের প্রতি এই সকল উক্তি হয়, যথা—বাম, দুর্শীলশিরোমণি, কপটরাজ, কিতবরাজ, খলশ্রেষ্ঠ, মহাধূর্ত্ত, কঠোর, নির্লজ্জ, অতি-দুর্ল্ললিত, গোপীকামুক, রমণীচোর, গোপীধর্ম্মনাশক, গোপসাধ্বীবিড়ম্বক, কামুকেশ্বর, গাঢ়তিমির, শ্যাম, বস্ত্রচোর, গোবর্দ্ধন-উপত্যকার তস্কর।

বিজয়। প্রেমবৈচিত্ত্য কি প্রকার?

গোস্বামী। প্রিয়সন্নিধানে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ বিশ্লেষ-বুদ্ধিজনিত যে আর্ত্তি, তাহাই 'প্রেমবৈচিত্ত্য'। প্রেমোৎকর্ষবশতঃ এক

প্রকার ঘূর্ণার উদয় হয়, তাহাই ভ্রান্তিরূপে বিয়োগবুদ্ধি আনিয়া ফেলে, চিত্তের অস্বাভাবিক ভাবই 'বৈচিত্ত্য'।

বিজয়। প্রবাস কিরূপ?

গোস্বামী। পূর্ব্বে সঙ্গম ছিল, সম্প্রতি নায়ক ও নায়িকার যে দেশান্তর, গ্রামান্তর, রসান্তর ও স্থানান্তররূপ ব্যবধান উপস্থিত হয়, তাহাকে 'প্রবাস' বলেন। এই প্রবাসরূপ বিপ্রলম্ভে হর্ষ, গর্ব্ব, মদ, ব্রীড়া ত্যাগ করিয়া অন্য সমস্ত শৃঙ্গারযোগ্য ব্যভিচারী ভাব হয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস, অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস-ভেদে তাহা দুই প্রকার।

বিজয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস কি প্রকার?

গোস্বামী। কার্য্যানুরোধে দূরে গমনের নাম 'বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস'। স্বভক্ত-প্রীণনই কৃষ্ণের কার্য্য। কিঞ্চিদ্দূরে এবং সুদূরে গমন-ভেদে প্রবাস দুই প্রকার। সুদূর-প্রবাস ভাবী অর্থাৎ ভবিষ্যৎ, ভবন অর্থাৎ বর্ত্তমান এবং ভূত-ভেদে ত্রিবিধ। সুদূর-প্রবাসে পরস্পর সম্বাদ প্রেরণ হয়।

বিজয়। অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস কিরূপ?

গোস্বামী। পারতন্ত্র্যবশতঃ যে প্রবাস হয়, তাহাই অবুদ্ধিপূর্ব্বক। দিব্য ও অদিব্যাদি ঘটনাজনিত পারতন্ত্র্য অনেক প্রকার। প্রবাসে চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু—এই দশদশা হয়। কৃষ্ণের প্রবাস-বিপ্রলম্ভে ঐ সকল দশা উপলক্ষণরূপে উদিত হয়। বিজয়! প্রেম-ভেদে ও দশা-ভেদে তত্তৎপ্রেমের অনুভাবরূপে সম্ভব হয়। করুণাবিষয়ক বিপ্রলম্ভ সমস্তই প্রবাসবিশেষ বলিয়া করুণালক্ষণ পৃথগ্‌রূপে করা যায় নাই।

ঐ 'জৈবধর্ম্মে' আরও পাওয়া যায়:—

"করযোড়পূর্ব্বক বিজয় শ্রীগুরুদেবকে সম্ভোগরসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিতে লাগিলেন,—

গোস্বামী। কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দুইপ্রকার। বিপ্রলম্ভরসে যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকটলীলা অনুসারে কথিত হইয়াছে। সদা রাসাদি বিভ্রমের সহিত বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই বিরহ হয় না। 'মথুরামাহাত্ম্যে' কথিত আছে যে, গোপগোপিকা-সঙ্গে তথায় কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন। 'ক্রীড়তি' এই বর্ত্তমান-প্রয়োগে বৃন্দাবনে কৃষ্ণক্রীড়া নিত্য, ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং গোলোকে বা বৃন্দাবনের অপ্রকটলীলায় কৃষ্ণলীলার দূর-প্রবাসগত বিরহত্ব নাই। সম্ভোগই নিত্য। দর্শন-আলিঙ্গনাদির আনুকূল্যভাব নিষেবণদ্বারা যুবতীর উল্লাস আরোহণপূর্ব্বক যে বিচিত্র-ভাব হয়, তাহাই সম্ভোগ। মুখ্য ও গৌণ-ভেদে সেই সম্ভোগ দ্বিবিধ।

বিজয়। মুখ্য সম্ভোগ কিরূপ?

গোস্বামী। জাগ্রদবস্থায় যে সম্ভোগ, তাহাই মুখ্য। সেই মুখ্য সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ। পূর্ব্বরাগের পর যে সম্ভোগ, তাহা সংক্ষিপ্ত। মানের পর যে সম্ভোগ, তাহা সংকীর্ণ। কিয়দ্দূর-প্রবাসের পর যে সম্ভোগ, তাহা সম্পন্ন এবং সুদূর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ, তাহা সমৃদ্ধিমান্।

বিজয়। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ কিরূপ?

গোস্বামী। ভয়, লজ্জা ইত্যাদি দ্বারা যুবক যুবতী যে সংক্ষিপ্ত উপচার অর্থাৎ পরিপাটী নিষেবণ করেন, তাহাই 'সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ'।

বিজয়। সংকীর্ণ সম্ভোগ কি?

গোস্বামী। যেস্থলে অপ্রিয় প্রতিবন্ধাদির স্মরণাদিক্রমে সংকীর্য্যমাণ উপচার হয়,—কিঞ্চিৎ তপ্তেক্ষুচর্ব্বণের ন্যায়, সেস্থলে 'সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ'।

বিজয়। সম্পন্ন সম্ভোগ কি?

গোস্বামী। প্রবাস হইতে কান্ত আসিলে যে মিলিত সম্ভোগ হয়, তাহাই 'সম্পন্ন সম্ভোগ'। তাহাও আগতি ও প্রাদুর্ভাবভেদে দুই প্রকার। লৌকিক ব্যবহারে যে আগমন, তাহাই 'আগতি'। প্রেমসংরম্ভবিহ্বল প্রিয়তমাদিগের সম্মুখে কৃষ্ণের অকস্মাৎ যে আবির্ভাব, তাহাই 'প্রাদুর্ভাব'। 'প্রাদুর্ভাবেই সর্ব্বাভীষ্ট-সুখোৎসব হয়।

বিজয়। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ কি?

গোস্বামী। যুবকযুবতীর পরস্পর দর্শন দুর্লভ, কেননা পারতন্ত্র্য-বশতঃ তাহা সর্ব্বদা সংঘটনীয় হয় না। সেই পারতন্ত্র্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অতিরিক্ত উপভোগকে 'সমৃদ্ধিমান্-সম্ভোগ' বলা যায়। সম্ভোগ-রস ছন্ন ও প্রকাশ-ভেদে দুই প্রকার। সেই ভেদ এখানে আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিজয়। গৌণ সম্ভোগ কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণের লীলাবিশেষ—যাহা স্বপ্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা গৌণ। সামান্য ও বিশেষ-ভেদে স্বপ্ন দুই প্রকার; সুতরাং গৌণ সাম্ভোগও দুই প্রকার। ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে যে স্বপ্ন, তাহাই সামান্য। বিশেষস্বপ্নসম্ভোগ জাগর্য্যা হইতে অদ্ভুতরূপে নির্ব্বিশেষ। অর্থাৎ জাগর্য্যাসম্ভোগ যেরূপ সেইরূপ। এই রস ভাবোৎকণ্ঠাময়; পূর্ব্বোক্ত স্বপ্ন সংক্ষিপ্ত, স্বপ্ন সংকীর্ণ, স্বপ্ন সম্পন্ন ও স্বপ্ন সমৃদ্ধিমানরূপ চারিপ্রকার ভেদ ইহাতে আছে।

বিজয়। স্বপ্নে বস্তুতঃ কোন ঘটনা হয় না। তাহাতে কিরূপে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয়?

গোস্বামী। জাগর ও স্বপ্নের স্বরূপ একই প্রকার। উষা ও অনিরুদ্ধের যেরূপ অবাধিত স্বপ্ন, তদ্রূপ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াদিগেরও অবাধিত স্বপ্ন আছে। সুতরাং সিদ্ধভক্তদিগের পরমাদ্ভুত স্বপ্নে জাগরের

ন্যায় ভূষণাদিপ্রাপ্তি দেখা যায়। স্বপ্নও দুই প্রকার—জাগরায়মান স্বপ্ন এবং স্বপ্নায়মান জাগর। সমাধিরূপ চতুর্থ অবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রেমময়ী পঞ্চমাবস্থাপ্রাপ্ত গোপীদিগের যে স্বপ্ন, তাহা রজোগুণজনিত স্বপ্নের নয়; অর্থাৎ তাহাদের স্বপ্ন অপ্রাকৃত, নির্গুণ ও পরম সত্য। অতএব কৃষ্ণের বিলাস এইরূপ অদ্ভুত বিচিত্র স্বপ্নবিলাসে প্রিয়াদিগকে স্বপ্ন-সম্ভোগ করান।

বিজয়। সম্ভোগের বিশেষ নিরূপণ করুন।

গোস্বামী। সম্ভোগের বিশেষ এই সকল—সন্দর্শন, জল্প, স্পর্শন বর্ত্মরোধন, পথ বন্ধ করা, রাস, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনা-জলকেলি, নৌকাখেলা, পুষ্পচৌর্য্যলীলা, ঘট্ট (দানলীলা), কুঞ্জে লুকাচুরি খেলা, মধুপান, কৃষ্ণের স্ত্রীবেশধারণ, কপট নিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখার্পণ, বিম্বাধরসুধাপান ও নিধুবনরমণাদি সম্প্রয়োগ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ-ভেদে দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগের অনন্ত অঙ্গ, নাহি অন্ত তার।
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান।
প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য-আখ্যান॥
রাধিকাদ্যে 'পূর্ব্বরাগ' প্রসিদ্ধ 'প্রবাস' 'মানে'।
'প্রেমবৈচিত্ত্য' শ্রীদশমে মহিষীগণে।"

"কুররি! বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি! কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা
নলিন-নয়ন-হাসোদার-লীলেক্ষিতেন॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৯০।১৫)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"রাধিকাদি গোপীগণের চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভের মধ্যে 'পূর্ব্বরাগ' 'প্রবাস' ও 'মান'—এই তিনটি প্রসিদ্ধ; দ্বারকার মহিষীগণে 'প্রেমবৈচিত্ত্য প্রসিদ্ধ।

হে সখি কুররি! দেখ, রাত্রে গুপ্তবোধ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রা যাইতেছেন, আর তোমার নিদ্রা না থাকায় তুমি শুইতেছ না, কেবল বিলাপ করিতেছ! তাহা হইলে তুমিও কি আমাদের ন্যায় পদ্মনয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্য ও উদারলীলা-দর্শনে নির্ব্বিদ্ধ (গাঢ়বিদ্ধ) চিত্ত হইয়া এরূপ করিতেছ?"

শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের অনুভাষ্যেও পাই,—

"বিপ্রলম্ভ—(উঃ নীঃ বিপ্রলম্ভ-প্রকরণে ৩—৪ শ্লোক)—

'যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে॥
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ।
ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে॥"

নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনের পূর্ব্বে অযুক্ত, মিলন-লাভের পর যুক্ত,—এই সময়দ্বয়ে পরস্পর অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব হয়, উহাকে 'বিপ্রলম্ভ' বলে, উহা—সম্ভোগের পুষ্টিকারক।

সম্ভোগ—'দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥' (উঃ নীঃ)

এই শ্লোকের (১) শ্রীজীবপ্রভুকৃত-টীকা—'আনুকূল্যাদিতি কামময়সম্ভোগো ব্যাবৃত্তঃ' (২) শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা—'পশুবচ্ছৃঙ্গারো ব্যাবৃত্তঃ।' দর্শন ও আলিঙ্গনাদির পরস্পর সুখতাৎপর্য্য-নিষেবণদ্বারা

নায়ক ও নায়িকার উল্লাসোপরি আরোহণপূর্ব্বক যে ভাব উদিত হয়, তাহাকে 'সম্ভোগ' বলে। জাগ্রদবস্থায় মুখ্য-সম্ভোগ চারি প্রকার— ১। পূর্ব্বরাগানন্তর 'সংক্ষিপ্ত', ২। মানানন্তর 'সঙ্কীর্ণ,' ৩। কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস-অনন্তর 'সম্পন্ন', ৪। সুদূর প্রবাসানন্তর 'সমৃদ্ধিমান্'। স্বপ্নাবস্থায় গৌণ সম্ভোগও পূর্ব্বের ন্যায় চারিপ্রকার।

পূর্ব্বরাগ—উঃ নীঃ বিপ্রলম্ভ-প্রকরণে ৫ম শ্লোক—

'রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥'

যে রতি সঙ্গমের পূর্ব্বে দর্শন-শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া উভয়ের বিভাবাদির মিশ্রণে আস্বাদময়ী হয়, উহাই 'পূর্ব্বরাগ'।

মান,—'দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে'

পরস্পর অনুরক্ত একত্র অবস্থিত বা ভিন্ন স্থানে স্থিত নায়ক ও নায়িকার স্বাভীষ্ট ঈক্ষণ ও আলিঙ্গনাদির বিরোধী ভাবকে 'মান' বলে।

প্রবাস—'পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে ॥'

পূর্ব্ব সঙ্গমবিশিষ্ট দম্পতির দেশান্তরাদি-ব্যবধানকে প্রাজ্ঞগণ 'প্রবাস' বলেন।

প্রেমবৈচিত্ত্য—'প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥'

প্রেমোৎকর্ষস্বভাবক্রমে প্রিয়সন্নিধানে অবস্থান করিয়াও তৎসহ বিরহভয়ে যে আর্ত্তি উপস্থিত হয়, তাহাই 'প্রেমবৈচিত্ত্য'।" ॥ ১৬ ॥

ইতি—এই গ্রন্থের অনুকিরণ-নাম্নী টীকা সমাপ্ত হইল।

শ্রীসারস্বতগৌড়ীয় আসনের প্রকাশিত—

১। উদ্ধবসংবাদঃ

(শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধার্গত ষষ্ঠ হইতে ঊনত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত মূল-শ্লোক, অন্বয়, অনুবাদ, শ্রীল বিশ্বনাথ-টীকা, টীকার বঙ্গানুবাদ এবং 'সারার্থানুদর্শিনী'-টীকার সহিত।) নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ভিক্ষা—বার টাকা মাত্র

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(মূল-শ্লোক, সংস্কৃত অন্বয় ও বাংলা প্রতিশব্দ, শ্রীল বিশ্বনাথ-টীকা ও টীকার বঙ্গানুবাদ এবং বঙ্গভাষায় টীকার সহিত।)

ঐ সম্পাদিত। ভিক্ষা—৯'৫০

৩। মহাজন-গীতসংগ্রহ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত। ভিক্ষা—১'৭৫

৪। শ্রীভাগবতামৃত-কণা

ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—'৮৭

৫। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুঃ

ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—১'৫০

৬। অর্চ্চন-সংক্ষেপ (কেবল দীক্ষিতের জন্য)

ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—'২৫

৭। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-কিরণলেশঃ

ঐ সম্পাদিত ভিক্ষা—১'১৩

৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীবলদেব-ভাষ্যসহ) যন্ত্রস্থ

ঐ সম্পাদিত